পূর্বলেখ

বিষ্ণু দে

কবিতা ভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ
কলকাতা

প্রকাশক—
প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী
২১০।৫, কর্নোআলিস্‌ ষ্ট্রীট, কলকাতা

বইটির প্রচ্ছদপট শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের

কবিতাগুলি-র অধিকাংশই ১৯৩৫—৪০ সালে
সামাজিক উপলক্ষ্যে বা ফরমায়েসে লিখিত।

দাম এক টাকা বার আনা।

এই লেখকের অন্য বই
উর্বশী ও আর্টেমিস
চোরাবালি

মুদ্রাকর—এস, এন, ভট্টাচার্য্য।
শ্রীবিলাস প্রেস।
২১এ, গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড্,
ভবানীপুর।

উৎসর্গ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হ্বয়ামি তে মনসা মন ইহেমান্ গৃহান্ উপজুজুষাণ এহি।
সংগচ্ছস্ব পিতৃভিঃ সংযমেন স্যোনাস্ত্বা বাতা উপবান্তু শগ্মাঃ॥
ইহৈবৈধি ধনসনিরিহ চিত্ত ইহক্রতুঃ।
ইহৈধি বীর্যবত্তরো বয়োধা অপরাহতঃ॥

বিভীষণের গান

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

আহা! আজ যদি পুষ্পকে হানো অগ্নিবাণ
মন্থিয়া নীল অগ্রচক্রঘর্ঘরে,
লুকাব না কেউ প্রাকারছায়ায় গহ্বরে।
স্বাগত গেয়েছি স্বগতে নাচার দীর্ঘকাল,
হে বজ্রপাণি! স্বধর্মে মোরা সন্দিহান।

কবে কোনকালে শ্যামাঙ্গী মাতা স্বর্গগত!
আত্মহনের আত্মরতিতে স্বর্ণহীন,
অতিপুষ্টির অতিসাররোগে বর্ণহীন
স্বর্ণলঙ্কা শোথাতুর, সব ধূম্রলকায়।
ভর্গে তোমার, বরেণ্য! করো খড়্গাহত।

জানি জানি তুমি শকুনের পালে পুলক আনো,
তবু তুমি আনো মড়কের বনে দাবদাহের
মুক্তির আশা, শ্যাম জলধর! প্রাণপ্রবাহের
সঞ্জীবনীর তৃষায় কাতরে গোপনে গাই:
নয়নাভিরাম! প্রবলমরণে এ রোগ হানো।

বাহুবল তব বিঘটনে জানি প্রাণ বিথারে,
উদ্বায়ু জানি অবনত তব নির্গমে।
ক্ষাত্র দয়ায় বীরোচিত দানে ধীর দমে
ছত্রপতিরা জলসত্রই মোচন করে
বৈশাখী ঝড়ে, বিদ্যুৎকাঁপা নীল ঈথারে।

কবে যে ছেড়েছি স্বর্গজয়ের দুরাশা যতো!
বক্ষে আঁকড়ি' ধরেছি স্বর্ণসীতারেই,
তেত্রিশকোটি ছেড়ে সসাগর পিতারেই
পাকড়ি, বিষম রুদ্রের বিষ উগারি দেখি
উষার আকাশে শ্মশানগোধূলি কুয়াসাহত।

চতুর্দশপদী

(বুদ্ধদেব বসু-কে)

(১)

নাট্যকাব্যে সাঙ্গ হল নেপথ্যবিহার।
ভগ্নদূত ফিরে এল চংক্রমণ-শেষে।
তুষারকৈলাসে ক্ষান্ত ভ্রমণস্পৃহার
কেলাসিত অভীপ্সাও পরিক্রান্ত দেশে।
শান্ত হল কৈশোরের নিঃসঙ্গ বিচার,
বলিষ্ঠ বিলাসে ক্লান্ত স্বয়ম্বর মন।
যাযাবর অহঙ্কারে আপন ইচ্ছার
নিরালম্ব সীমা পেল বিহঙ্গ যৌবন।

হে আদিজননী, আজ তীর্থযাত্রী ফিরে
তোমার সহস্রবাহু নীড়ে খুঁজি বাসা।
অজানা অনুজদল আছে বটে ঘিরে,
তবুও অতীত স্মৃতি, ভবিষ্যৎ আশা
তোমারই আননে দেখি, বিশ্বরূপমাঝে।
অগ্নিকুক্কুটের মুখে তাই স্তোত্র বাজে॥

(২)

হাইকোর্ট পাড়ায়

চারিধারে সরীসৃপ ধূর্ত নাগরিক
অর্থকামস্বর্গছিদ্র খোঁজে ঘুরে ফিরে।
ধর্মরাজ্য লণ্ডভণ্ড, সহস্র সরিক।
অধিকার-ভেদে আর ভেজে না কো চিঁড়ে।
দিকে দিকে বক্রগতি উদ্ধত কৌরব
চলে সূর্য-বিতাড়িত অন্ধকার ঘরে।
নীরন্ধ্র অবীচি আর দুর্গন্ধ রৌরব
মর্ত্যে এ কে কালকেতু জনতায় ভরে!

হে প্রকৃতি! এ কি মায়া! দৈব অভিলাষ!
আত্মরক্ষা রুদ্ধ, চণ্ডী, বেঁধেছ খঞ্জ-রে।
তোমার ভ্রূকুটিভঙ্গে ভাঙে ইতিহাস
নৃত্যময় পদক্ষেপে ঈশান-পঞ্জরে।
ছিন্ন ভিন্ন শবমাত্র বিরাট পুরুষ!
অতীত-কৈলাসে তাই ছুটি কাপুরুষ॥

(৩)

ডালহৌসির দিকে

গ্রীষ্মের আকাশ হল ম্লান নিঃস্ব নীল,
দানোপাওয়া ময়দানের দগ্ধ শ্যামলিমা।
আগ্নেয় ঈথারে কাঁপে গুটি তিন চিল।
দারোগার ভয়ে পথে গোরু মোষ ঢিমা।
ডালহৌসির ডালে ডালে তবু আনাগোনা!
ক্লাইভের পুণ্য নামে দিবানিদ্রা ভুলি,
হিরণ-মধ্যাহ্নে যদি খুঁজে পাই সোনা,
গায়ত্রীস্মরণ করে' ভরি তবে ঝুলি।

লটারি ডার্বিতে আশা গ্রহের ছলনা।
মনকোকনদ শেষে কচুরিপানার
পাঁকে মজে, বাঁধা পড়ে অর্ধাঙ্গ-গহনা।

বিধি বিরূপাক্ষ হলে কি থাকে কানার?
প্রাতে মঠে স্বস্ত্যয়ন, দিন হাওড়াতে,
লিবিডো জোগায় তার রাত্রে স্বকীয়াতে॥

লায়নস্-রেস্ত-

দুর্দিন, সন্দেহ নেই। গ্রহ-দুর্বিপাকে
অথবা কলির চক্রে ইতিহাস-বলে
স্বার্থপর অনাচার গড়ে থাকে থাকে
বেবেল্-শিখর। স্পর্ধা যবে ভূমিতলে
ঝরে' যাবে, মরে যাবে লেলিহরসনা
উগ্রোদর নহুষেরা, সর্বনাশা মুঠি
খুলে' যাবে, ধূলিসাৎ হবে স্বর্ণকণা।

ধ্বংস-স্তূপে, দেখো সখা, শুধু রবে ফুটি'
অশ্রু-বাষ্পে প্রাতঃসূর্য আমাদেরই চোখে।
আপাতত বলুক্ না শুধু ঝরাপাতা,
দরিদ্র দুর্বোধ বলে' ছাড়ুক্ না লোকে
মনস্তাপে মরি না কো যদি বলে যা'তা'।
রয়েছে স্বভাবদুর্গ, চৈতন্যশম্বুক,
সে আঁধারে গুপ্ত ভ্রষ্টা লক্ষ্মীর উলূক ॥

(৫)

গুমোট

তুঙ্গী মেঘ শুভ্রকেশ মাথা নাড়ে নাকো,
বঙ্গোপসাগর তাই কর্ত্তব্যবিমূঢ়,
বাতাসেরা রুদ্ধশ্বাস আর লাখো লাখো
স্বর্ণসূর্যরশ্মি হানে মর্মভেদী রূঢ়।
লাগে বুঝি উচ্চে নিচে সজ্ঝর্ষটঙ্কার!
জলস্থল দ্বন্দ্বে মাতে বাদীপ্রতিবাদী!
হল বুঝি ন্যায়যুদ্ধে দিগন্তে সঞ্চার
অগ্নিফণা সরীসৃপ, ছোঁড়ে মেঘনাদই।

আহা! এ যে লঙ্কাজয়ী নবজলধর!
মাতলির বেগে আসে শিরস্ত্রাণ মেঘ!
চাতকউদ্বেগে চাই ঊর্ধ্বে হলধর,
অষ্টাবক্র মনে হয় সঞ্চিত আবেগ।
রক্তস্রোত দ্রুত চলে বিদ্যুৎসঙ্গীতে
সহরের শিরে শিরে, গ্রাম্য ধমনীতে॥

(৬)

স্নেড রোডে

ধুয়ে' গেল রক্তস্রোত, পাণ্ডুর সন্ধ্যায়
নেমে এল মৃত্যুহিম মৌন গাঢ় নীল।
তবু কেন অবিশ্রাম আপন ধান্ধায়
বিবর্ণ খেয়ালে করো অস্থির নিখিল ?
বিত্তের দুরাশা রাখো ; কর্তব্য ছলনা ;
জ্ঞানের সোপানমার্গে বৃথা আরোহণ ;
মন্দিরে মানৎ, অন্ধ, তুমিই বলো না,
ভক্তিক্ষেত্রে অজাচার ছদ্ম উচাটন।
তাই বলি, অতিকশ স্বার্থের বল্‌গায়
রাশ টানো, নাভিশ্বাসে ক্লিস্ট দেশাচার
মায়ায় মিলাক্। এই নীল অকল্কায়
নিজব্যক্তিবিম্ব দেখ নাকাল নাচার।
ব্যক্তির কৈবল্যে সখা, বাহুল্য ব্যক্তিও,
জনসমষ্টিতে জীব্য তোমার ব্যষ্টিও ॥

(৭)

ফারপোর সামনে

সূর্যঘটে ছায়া নামে, পরশ্রীকাতর
বিশ্বব্যাপী দুঃস্বপ্নেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে
বাদুড় পাখায় নামে আঁধারে প্রখর,
ছড়ায় যন্ত্রণারশ্মি প্রবল বেতারে।
দিন হয়ে এল শেষ, আত্মম্ভরী কাজে
আর বুঝি চলে নাকো স্বয়ম্ভূ প্রকাশ।
নির্বিকল্প নিবিদের নাগপাশমাঝে
পুরুষসিংহেরও হল ব্যক্তিত্ববিনাশ।

ট্রাফিকের ভিন্নসুর, বিজলীআলোয়,
সিনেমা দোকান পথে কোলাহল ভরে।
প্রাণের মায়ায় হাসে সাদায় কালোয়,
আদিম নিঃসঙ্গ পাছে বুক চেপে ধরে।
মৃত্যুনীল আলো শোষে মানুষের রিপু।
শব্দসঙ্গী খোঁজে ভীরু হিরণ্যকশিপু॥

চৌরিঙ্গি

সন্ধ্যাতারা ডেকে আনে শ্যামশান্ত ঘরে
সূর্যের শাসনে ক্ষিপ্ত ছত্রভঙ্গ যারা—
চৌরিঙ্গির গোষ্ঠ হতে ধেনু, আত্মহারা
কর্মবীর কেরানী ও পেরাম্বুলেটরে
শিশুকে মায়ের বুকে।
এ ঘন প্রহরে
ইসারা বিছায় পথে কোন্ ধ্রুবতারা!
উদ্ভ্রান্ত বিচ্ছিন্ন মন ঘুরে মরে সারা
নির্নিমেষ নির্বিকার বিরাট সহরে।

সহে না দুর্বহ এই নিঃসঙ্গ মাথুর।
স্নায়ুতে অরণ্যভীত আদিম ক্রন্দন।
সিনেমা, দোকান, কাফে, অলিগলি মোড়ে
লক্ষ লক্ষ রক্তবীজ পাণ্ডুরোগী ঘোরে
নষ্টদৈব ছিন্নভিন্ন একতাআতুর—
বুঝিবা ভূকম্পে আসে কংসের স্পন্দন॥

(৯)

সন্ধ্যা

বিরাট নীলিমা চিরে' খুঁজে ফিরি প্রিয়া।
ভ্রূকুটিকুটিল শূন্য সময়ের ভয়ে
নিঃসঙ্গের অনুচর স্বপ্নজাগানিয়া
ঈশ্বর পাকড়ি, যদি পাই পাপক্ষয়ে।
ইতিহাস পথ জোড়ে, দ্বাপরের লয়ে
ঈশ্বর মুণ্ডিতশির, মাৎস্য হিস্টিরিয়া।
সন্ধ্যার স্বপ্নালু নীলে, উদাস মলয়ে
পরশপাথর তাই খুঁজি পরকীয়া।

বিপুল পৃথিবী আর নিরবধি কাল!
ভেদাভেদে ছিন্ন ভিন্ন চতুর্বর্ণ বুঝি!
স্বার্থের প্রবল বেগে বিচ্ছিন্ন করাল
আপনার ভারে মরি আত্মীয়ারে খুঁজি।
হয়তো-বা অন্বেষণ পরিক্রমা-সার—
আত্মবাহী খুঁজি আত্মদানে অপস্মার॥

হাওড়ায়

বৈরাগিনী চলে নিচে চঞ্চল জোয়ারে
পণ্টুনের দিকে দিকে দুরন্ত স্টীমার।
সেতু টলোমলো বাসে, পদাতিকে, কারে,
দলে দলে চলে, যেন পালায় সওয়ার।
স্টেশনে বেগান্ধ যন্ত্রে আকণ্ঠ চীৎকারে
ছত্রভঙ্গ আকাশের অনুরেণু ছোটে।
বন্ধুরা যাত্রার ঝড়ে ভুলেছে আমারে।
।[illegible]ঙ্গ চোখে লবণাক্ত ফোটে।
মুহূর্তে বিষুবরেখা ক্রান্তিমাঝে লোটে।
দণ্ডপলে হয়ে' যায় বিশ্বপরিক্রমা।
পৃথুল পৃথিবী আর সূর্য একজোটে
অক্ষৌহিনী সাথে ছুটে ছুটে চায় ক্ষমা।
সানুকম্প চিত্ত মোর কেন্দ্রীভূত-গতি
স্তব্ধ মেরুবিন্দুশীতে খুঁজে ফেরে যতি॥

(১১)

খিদিরপুর

নিজবাসভূমে পরবাসী হল যে, সে
বৃথা চায় সনাতন কেন্দ্রে পরিস্থিতি।
প্রজাপতি নাভিচ্যুত! আদিমেরুদেশে
গলেছে নিবিদ্-বেদী, ভেঙেছে জ্যামিতি।
অন্তরবিহবি যদি পাই জলপথে
এই ভেবে, ভগীরথ! চাই আজ বর।
মনপবনের চেয়ে ক্ষিপ্র মনোরথে
হায়! নীল শূন্যে ভাসি চাঁদসদাগর।

কোথায় স্লুপ? পাল যুগধর্মে নত।
মুক্তপক্ষ খালাসির বাসনাউদ্বেল
গান কোথা? ঊর্মিচারী ক্রৌঞ্চ শরাহত!
আল্‌কাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল!
দূরদেশী গন্ধবহ ফিরে গেল, আর
কপিলা বসুধা হল বাসুকী-আহার॥

মানিকতলা খাল

মৃত্যুর তমসাতীরে, কীটদষ্টশিরে
তোমার মুক্তির বাণী ঝরে চক্রবাক!
উন্মোচিত, হে বাচাল! শূন্যক্ষরা নীরে
বিড়ম্বিত জিজ্ঞাসার বক্র জটাপাক।
ব্যর্থ বটে মাধুর্যের সাধনা নিবিড়,
ব্যক্তিত্বের রক্তহীন দরবারী বিকাশ,
স্বয়ম্বশ ধর্ম বৃথা, হায় নষ্টনীড়!
অশ্বত্থে বজ্রাগ্নিপাতে বৃথাই আকাশ!

মৃত্যুর তমসাতীরে তীব্র আত্মদানে
শূন্যের বিরাট নীলে মেলে দাও পাখা।
প্রাণসূর্যে স্তব করো, যদি আর্তগানে
খুলে যায় আদিগন্ত হিরণ্ময় ঢাকা,
যদি তব শূন্যে স্থূল জনতাসঙ্ঘাতে
আনন্দতড়িৎ নৃত্যে অন্নসূর্য মাতে॥

(১৩)

তোমাকে খুঁজেছি আমি। পদক্ষতে ভিজেছে প্রান্তর,
সমুদ্রে কমেছে জল, হিমানীর বিহঙ্গ তুষার
হয়েছে ঘর্মাক্ত ম্লান। চোখে আর উষসী-উষার
নামে রূপে পরিচ্ছিন্ন ভেদাভেদ হল অবান্তর।
তোমাকে খুঁজেছি আমি, হে অধরা অলখ সুন্দর।
দরিদ্র অস্থি-র লাজে, লোভে স্ফীত বাণিজ্যভূষার
স্বার্থের চূনটে, ক্রুর গর্বে। তবু জগৎপূষার
অত্যন্ত মাথুর হায়! হে সুন্দর প্রচণ্ড সুন্দর।
প্রণাম প্রণাম তবু। নহি স্বর্ণ-রাক্ষস রাবণ,
সুগ্রীবদমন বালী নহি পেশীস্থূলত্বে অধীর।
ছেয়ে দিল সর্বজয়ী তোমারই যে আনন্দসঙ্গীত
বিরাটপক্ষের ছায়ে ঢেকে দিল আমার সম্বিৎ।
পরিত্যক্ত শূন্যজীবী বেটোফেনী বিকল বধির
তোমারই সঙ্গীত শুনি, হিরণ্ময়, হে সূর্য পাবন্।

পিতা তার ছিন্নভিন্ন, শকুনি ও শিবার আহার
যাযাবর দস্যুদল-দমনের ব্যর্থ শ্রমে হত।
পূতিগন্ধ ভিড়ে শুধু নতমুখে পরিব্রজ্যরত
সুভদ্রা বা সত্যভামা।
উৎসবের বসন্তবাহার
অশ্রুজলে সুরহীন। ধ্বংসবহ তুষার-ভৃঙ্গার
ঢেলেছে নৃশংস ঝড়ে কংস বুঝি প্রেতলোকগত।
মথুরার মৃত্যুহীন স্মৃতিভারে ক্লিষ্ট পরাহত
দ্বারকার দীর্ণ পথ, জীর্ণ শীর্ণ পল্লব বৃন্দার।

মাতা তার পথচারী, অন্নের আদিম অন্বেষায়।
দুর্ভিক্ষ এসেছে রুদ্র মড়কের রাসভবাহনে।
ঠগে ঠগে গাঁ উজাড়, বর্গী এল শ্রাবণপ্লাবনে।

গলিতবলভী ঘরে মুক্তদ্বারে যুগান্ত-হ্রেষায়
নির্বোধ নির্বোধ শিশু হাসে একা আনন্দিত মনে!
বসুন্ধরা দেখে তাই, হয়তো বা বাসুদেব শোনে॥

মুদ্রারাক্ষস

আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই
ঢুকেছে যতো কৌটিল্য-ঘেঁষা
মারণাচারে ইস্টঅন্বেষা।
মেনেছি হার, তুলেছি দেখ হাই।
ঘরের খেয়ে রাজনীতি কি পেশা?

মার্কস্ না মথি শুনেছি নাকি বলে,
কল্কি যবে বৃহন্নলা-বেশে
চালাবে রথ, মাড়াবে দলে দলে,
শুনবি তাতে ইতিহাসেরই হ্রেষা।
তাইতো ভুলে' রাজনীতিকে পেশা।

কুহকী আশা, হারাই ভায়া, ছলা
কতই তার, সে চিরচঞ্চলা!
অর্থ যে রে অনর্থেই মেশা!
ধর্ণা দেওয়া আশ্রিতের পেশা!
রেষারেষিতে ইতিহাসের নেশা।

ছুটল বুঝি, ফুটল ত্রিলোচন।
মন্ত্রী খুঁজে' তবু বেড়াস মন?
নানা মুনির নানাদলের বন
হায়েনা আর শিবার দলে ঠাসা।
সেখানে কিবা অমাত্যের পেশা?

যেখানে যাই মৌরসী পাট্টারে!
নগরপাল হবার চাল নেই।

ধারে তো নয়, আশ্রিতের ভারে
রাজন্যেরা গুপ্তচরে মেশা।
বিদ্যালয়ও বংশগত পেশা।

তোমাতে, মাগো, ইষ্ট খুঁজি তাই,
নির্বিকার সোহমে যাবে মেশা।
নির্বিচারে হৃদয়ে ঢালো নেশা।
বাহুতে তুমি শক্তি মাগো, তাই
ছেড়েছি আজ গণেশঘেঁষা পেশা।
একান্নটি প্রণাম করে যাই,
আমাকে আজ বিদায় দাও ভাই॥

Oisive jeunesse A tout asservie
Par delicatesse J'ai perdu ma vie—Rimbaud
(চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-কে)

থেকে থেকে দেয় মুখর বিরসপ্রহরে হানা
ধূসরদিনের রেশারেশি আর নির্জনতা,
কর্মকাণ্ডে বিবশ সহরে মানে না মানা,
রেখে যায় যবে অনিদ্রাজীবী নির্মমতা।

প্রত্যহ হানে অত্যন্ত যে অভাব রোজ
প্রত্যহ সে তো চলে অনন্তকাল ধরেই!
মূর্খ মানব! নির্বোধ মবস্বভাব! ভোজ
বাজির আশায় মরীয়া ঝুলছে ডাল ধরেই।

জাগে অনর্থ প্রত্যহ! চোখে নিদ্রা নেই,
কালের কেরানি টোকে যতো ছোটোখাটো বাকি
সহৃদয়ও তাই ভুল বোঝে, আর ছিদ্র নেই,
পুনর্মূষিক বুদ্ধির পথে তাই ফাঁকি।

বাইরে কোথায় মেলাবে তোমার বেতালা সুর!
হে নিঃসঙ্গ শামুক! তোমার কুটিল মন!
কথা শোনো, করো ঘরকে বাহির, আপন পর,
হৃদয়কে করো আকাশের নীলে উন্মীলন,

যে আকাশে চলে প্রাজ্ঞ বটের নীলবিহার,
শঙ্খচিলের মিছিল ওড়ে যে আকাশ জুড়ে',
সূর্যমুখী যে শূন্যে পেতেছে হৃদয় তার,
নক্ষত্রের আবেগে পথের ধূলাও ওড়ে,

বৈশাখী সেই ঝড়ের আকাশে কান পাতো আর
বিরাট শূন্যে মৈত্রীর গানে মেলাও স্বর
দুহাতে হৃদয় মেলে দাও আজ ভীরু গোঁয়ার।
বিনয়ের জালে আঁধার তোমার শূন্য ঘর।

অনিদ্রাঘেঁষা স্বপ্নসাগরকিনারে ঘর,
আকাশে বন্দী সে গজমোতির মিনারে ঘর—
বৃথাই লজ্জা, বৃথা ভয় আজ স্বয়ম্বর
বারণাবতের ছদ্ম ছিন্ন দগ্ধ দীর্ণ হে বর্বর।

নিরাপদ

অন্ধকার ইন্দ্রপ্রস্থ
বনানীর বৈদেহী মর্মরে
ভরে ওঠে রোমাঞ্চ-কণ্টকে।
সঙ্গীহীন বন্ধদ্বার
আকণ্ঠ আরামে জানি ঘরে
নিরাপদ সুখে দুঃখে শান্তিতে বা শোকে
কেটে যাবে কাল যাবে এ নৈমিষকাল।
দুরগম্য কর্কশ সহরে -
অরণ্যের দুশ্ছেদ্য বহরে সঙ্গোপন প্রশান্ত প্রহরে
আমি আছি দীনহীন সাংখ্যের পুরুষ, বলি
হে ঈশ্বর! বলি বারবার—
দুঃশাসন দুরন্ত সহরে
জোটে বটে দিশাহারা ছোটে পালে পাল
হে ঈশ্বর! দৌড়ে বটে, ওড়ে বটে শকুনির পাল
ঘোঁট করে, কেটে কুটে খুঁটে খায় নেশা করে
পেশাদার পাশা খেলে শকুনির পাল।
তবু বলি বারবার, হে ঈশ্বর! বাঁচাবে তোমার
নির্বিরোধ নিরীহ বঞ্চকে
সঞ্জয়ের শ্লোকে,
ইন্দ্রপ্রস্থে অন্ধকারে
সর্বংসহা বনানীর বৈদেহী মর্মরে,
শালপ্রাংশু সঙ্কটকণ্টকে॥

আবির্ভাব

(প্রভাস্ চন্দ্র ঘোষ-কে)

কানে কানে শুনি
তিমিরদুয়ার খোলো হে জ্যোতির্ময়!
কাটে ভয় যতো সংশয়, ফোটে ভাষা,
আশা বলে যতো অতীতের টান মরণের গান
সমাজের আর রাজকীয় মান

ভোলো, ভোলো ভয়।
বলে মৃত্যুস্বরে।
চলে আর চলে টলমল টলমল পদভরে
যতো যাত্রী, শতশত যাত্রী
কিষাণ বিষাণ
দিবারাত্রি ছিঁড়ে ছিঁড়ে পায়ে পায়ে ফেলে,
আলোর তরঙ্গে ঠেলে লক্ষ পদক্ষেপে
ঘোড়া, রথ, মোটর আর লরি,
ভোর হল বিভাবরী, পথ হল অবসান,
জাগো জাগো সীতা,
ঊনপঞ্চাশ পবনে পঞ্চভূতের ঐকতানে
নবসাম নবসংহিতা।
চলে রথ, চলে ঘোড়া,
বায়ান্ন জোড়া হাতী আর ঘোড়া, পাঁচশো আর পঁয়ত্রিশ হাজার
পদাতিক আর রাজপুত, চলে উট, ট্র্যাক্টার্, অর্গ্যানাইসার্,
এঞ্জিনিআর্, ডাক্তার, সমবায়-সর্দার
পঞ্জাবসিন্ধু উৎকল মারাঠা দলে দলে চলে বুঝি জাঠা
দেশদেশ নন্দিত করি

অবতার সাক্ষাৎ
সবিতুর্বরেণ্যম্
ধীমহি প্রচোদয়াৎ

মনে আছে সাধ
প্রভু ফুটে উঠি ফুল
শরতের পদ্মবনে,
তেপান্তরের স্থলকমল,
উপত্যকার নীলোৎপল,
গোচারণের লালকরবী,
তারা খাটে না, বোনেও না, তারা মাথা কাটে না, কোটেও না
অনুকূল সুযোগের সবুজ ঘাসে
সূর্যালোকে বিহ্বল সামান্য মানুষ,
চেয়ে থাকে তারা স্বল্প সার্থকতার অধিকারে
স্বয়ম্বর সম্পূর্ণ সবল।
সাধ হয়—
অবসাদহীন আদিম অপরাধ—
পদ্মভুক্ দেশে যাব ভেসে
সাধ হয়
নীলে নীলে হই অবাধ স্বাধীন
ভেদাভেদহীন নীলে পক্ষলীন
নীল পাখি, শ্যেন, বাজ
ঝিকিমিকি লাল সোনালি ঈগল সামান্য মানুষ
মনে সাধ যায়
সেলাম সরকার
উমেদার ভিখারি বেকার
ক্লান্ত চাকুরিয়ার

সর্বান্ কামান্ পরিত্যজ্য
সাধু হয়
সম্বরো সম্বরো বজ্র
এ যে মৃদু মৃগের শরীর
অথবা তিত্তির
কিম্বা চড়াই কিম্বা মানুষ
করি না বড়াই প্রভু
চড়াইএর ভার
সেও তো তোমার সেই তো তোমার
কানে কানে শুনি
আর দিন গুণি।

অবতার সাক্ষাৎ
করে’ দিলে মাৎ! সব কূপোকাৎ!
দূরবীণে দেখি আর কানে কানে শুনি জনগণ মনে ওঠে ঢেউ
আর দিন গুণি॥

ভাংচি

তারার আলো যাক না ওরে নিভে।
বিজলিবাতি আছে তো পথজোড়াই।
মরে মরুক্ আদিম বুনো ঘোড়া!
স্বপ্নলালা ঝরাবে তবু জিভে
এঞ্জিনের মাতানো হুঙ্কার।
মাভৈ তাই গেয়েছি, সর্দার।

পরকীয়াকে কেআর্ করি থোড়াই,
প্রেম না হয় পালায় রে অতীতে!
পেয়েছি ঘর সহুরে বসতিতে,
মরুভূমিতে ডুবে মরুক্ ঘোড়া!
আমার ভালো ওঅগন সারে সার,
মজুরি জোটে, মাবাপ সর্দার।

চাঁদের আলো, তারার চিরমেলা
আমার পথে ঘরের চারপাশেই,
দিনরজনী চলে মেঘের খেলা,
বাজের ডাক ক্ষণে ক্ষণে আসে,
দাবদাহের গাসওয়া হাহাকারে
ভুলেছি শীত, ফাগুয়া সর্দার।

কাঁচা মাটিতে ফলে না আর সোনা,
মরেছে নদী, আকাশ দিওআনা,
বাস্তুঘুঘু করে যে আনাগোনা,
ভাগ্য করে দুহাতে তুলোধোনা,
নিজের বাসভূমে অস্থিসার
হয়ে' কি লাভ, কি বলো সর্দার?

এখানে দেখ চকমিলানো ঘর,
বন্দী হাওয়া গ্রীষ্ম করে দূর্
কন্যাহীন শিবুসওদাগর
শান্তি আর শৃঙ্খলার সুর
ক্বচিৎ ভাঙে, হাঁকে খবরদার
প্রবলস্বরে পাইক সর্দার।

রসায়ন

সোনালি গোধূলি এল, তবু এই শূন্য চিদাম্বরে
মধ্যাহ্ন পিঙ্গল রুক্ষ। নীলে লীন হৃদয় আমার!
পাণ্ডুর বিহ্বল হল প্রাণদীপ্ত ক্ষেত ও খামার
আকাঙ্ক্ষায় আসক্তিতে তবু চিত্ত বিড়ম্বিত মরে।

সজ্জিত মদির প্রেমে পাল তুলি, দগ্ধ বিগলিত
দেহ তবু, বৈতরণী জলহীন, গোষ্পাদেরও জল!
হে গ্রাম্য রাখাল, রেললাইনের কুলি! জীবনে চঞ্চল
করো সরস বন্যায়, করো সাধারণ্যে প্রচলিত।

দেহ ও মনের দ্বন্দ, এই দ্বিধা—ব্যক্তি ও বিশ্বের,
সর্পিল দ্বৈতের স্তূপে প্রাণধর্মে রসালো কঠিন
ঋজু বনস্পতি হোক্ মৃত্তিকায় ঘনিষ্ঠ আকাশে
সমাহিত। ঢেলে দিক্ টাইমনেরা পলাতক ঋণ,
হেগেলের আত্মশ্লাঘা ভূমিসাৎ কারখানায় চাষে,
মাতিসের আল্পনায়, সঙ্কীর্তনে মালার্মে-শিল্পের॥

বৈকালী

(অরুণ মিত্রকে)

(১)

মর্মর নিথর
নিস্রোত ঢাকুরিয়ার দীঘি
ঘাসে ছাওয়া পাড় শুধু আগ্নেয়গিরির
গলিত উপত্যকায় তেরো নদীর পারে শূন্য শুক্‌নো তেপান্তর
ক্ষমা নেই আর।
অবিশ্রাম ঘোরে
মোটাসোটা ধামাচাপা গাড়ী ঢাউস্ নহুষ
এমেরিকান্ কার
একআধটা নির্লজ্জ টুরার্
সাইকেল বা ফীটন
বাদাম আর হ্যাপিবয়
এসকিমো পাই সাইকেল চড়ে'।
কদাচিৎ যদি হাওয়া দেয়
ম্যাকাডামে যদি ধূলো ওড়ে।
বেজায় গরম
হগ্‌মার্কেটে ভিড় কম।
কৃষ্ণচূড়ার নিষিদ্ধ বিলাসে
গুল্‌মোরের বিবর্ণ সোনায়
শোনা যায় নাভিশ্বাস
দিকে দিকে চৌরিঙ্গীর উদ্বায়ু ট্র্যাফিকে
পড়ন্ত বাজার
পড়ন্ত রোদ্দুরে চিকচিকে
ঘোলাটে নদীর জল

সাইরেনের ডাক ছাড়ে নাকো
ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই যেখানেই থাকো
সিনেমায় নরম শীতেই
যদি বসে' বাঁচি
নিনোচ্‌কার হাসি দেখি, হাসি
আর শেষে হাঁচি
ক্ষমা নেই মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
ক্ষমা নেই তার।
গ্রাম তো হাপর
হাঁপ ধরে সেই মরা ঝরে' পড়া বাগানে ভাগাড়ে ঝোপে ঝাড়ে
ঘুঁটের ধোঁয়ায় শ্যাওলায় আগাছায় নোংরায় ভাঙাপথে
মড়াখেকো কুকুরের বিবর্ণ রোঁয়ায়
জীর্ণ মঠ বিদীর্ণ মন্দিরে
ঝির্‌ঝিরে মরা নদী, মজা খাল, কচুরিপুকুরে
দুই হাটে মারামারি, মেলা নিয়ে বোর্ডের ব্যবসায়
টিউব্‌ওয়েল্‌ কেউ বা বসায়!
প্রকৃতির কোলে আর শান্তি নেই, পাটকলে যায়!
দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
ক্ষমা কোরো ক্ষমা কোরো তুমি দুর্মর জীবন ভরো গানে
গান আমার ছড়ায় মাঠে ধানের ক্ষেতে বন্যাজলে
আউষের বীজবপনের উতোল হাতে ছন্দে চলে
জ্যৈষ্ঠের আশ্‌কারাতে আড়ংজমা জয়জয়কার
ভেসেছে আষাঢ়ধারায় রেলের বাঁধের ডুববে দুপার
বাজের হাঁকে সমন ডাকে ছড়ায় গানের বীজ মাটিতে
গাঁয়ের জমি উথলে ওঠে, নদী উছল ভরাটিতে।
নদীর পাকে বাজের ডাকে চিকুরজ্বালা এই বরষায়

ভাঙবে যদি ভাস্‌বে বানে গানের সুরে এই ভরসায়
শালিজমির মাটি চষি, একলা ভাবি দলে দলে
বীজবপনের ছন্দ কবে কাস্তে চালার ছন্দে চলে।

এ গরমে ক্ষমা নেই, মৃত্যুঞ্জয় কঠিন সময়
নীলকণ্ঠ ক্ষমাহীন। ইতিহাসে বিরাট প্রাসাদে
মহলে মহলে ঘোরে সময়ের ক্ষিপ্র গুপ্তচর
অবারিতগতি, চুপিসাড়ে সুয়োরাণী ভাবে
তারই ঘরে মেটে বুঝি মিতালির সখ অন্তরঙ্গ
সে রাজদূতের, সাতমহলের সেরা সন্থফুল
অসহায় সুয়োরাণী ভাবে, কোটালের দূত তবু
আপন ধান্দায় চলে দিশাহারা একাগ্রসন্ধানে।
অম্লান সে ব্যাজহাস্যে মর্মভেদী আসন্ন আঘাতে
ক্ষমা নেই। অনাগত সসাগরা ধরিত্রীর এক-
চ্ছত্র দণ্ডধর সময়েরই হাতে। জানি জানি, তাই
শান্তি নেই ঘর্মাক্ত গুমোটে, সদাগর গোমস্তারা
ঘোরে শ্রান্তিহীন স্বার্থের ব্যসনে মরীয়াপ্রহরে
আপন মৃত্যুর পথে বৃদ্ধ বন্য পশুর মতন।
ক্ষমা নেই। ফিরে যাই ঘরে, উল্টাডিঙির প্রান্তে
আঁধার খোপের টানে সর্দার কলের সরকার
ফিরে' যাই সাথে লয়ে মৃত্যুহীন প্রাণ
দূর থেকে ভেসে আসে ভাঙাসুরে বেকসুর গান;
তবু চলে বুঝি বীর নয়, শুধু
লাখো কৃষাণ
ধূসর আকাশে দুর্মর শিরে
ওড়ে' নিশান।

প্রখর তাপের আগুনের গোলা
সেজেছে মাটি
বিলাসী বর্মা পাহাড়ের শীতে
পেতেছে ঘাঁটি ।
সূর্য হেনেছে পক্ষপাতের
লাখো কৃপাণ ।
চলে বীর নয়, হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ ।
আঁধার খনির বুকচাপা তাপে
তারাই ঘোরে
চিমনির ধোঁয়া তারাই টেনেছে
কলিজা ভরে' ।
বহু বঞ্চনা বহু অনাচারে
অমর প্রাণ
বীরদল চলে হাজারো মজুর
লাখো কৃষাণ ।
হে সূর্যদেব সাজেনা তোমার
এ অভিমান
শাণিত আকাশে উগ্র নিশানে
শোনো বিষাণ ॥

(২)

(কুমার-কে)

পশ্চিমে দূর রাহুর কোটরে গত
জ্যৈষ্ঠের পোড়া দিন।
সূর্য তোমার কোমল শরীরে যতো
ঢেলে গেছে তার ঋণ।

অক্ষের সীমা আঁধার, দ্রাঘিমা ক্ষীণ
দিগ্‌বলয়ের মতো।
দিগ্‌বধূদের বাষ্পে গোধূলি লীন,
দৃষ্টি শূন্যাহত।

মৌন কাকলী, বিরাট তেপান্তর
বিরাট, বর্ণহীন।
আজকে তোমার পৃথিবী অবান্তর,
আকাশ যে সঙ্গীন!

ঘোড়া কেন বলো নাচে হ্রেষাচঞ্চল
নাসাপুট উদ্ধত!
সে কোন পাহাড়ে চলেছে, নীলকমল!
বলো কি তোমার ব্রত?

সাগর-সেঁচানো কড়ির পাহাড়ে চূনি
ডালিমের লালে লীন?
প্রবালচূড়ায় পারিজাত চাও শুনি!
তাই কি ওড়াও দিন?

বতার চোখের মুক্তা জোড়া
করবে হস্তগত ?
শুধবে বলো সে কার নাচিকেত ঋণ
হে কুমার তথাগত ?

চলেছে উধাও নক্ষত্রেরা যতো
বিদ্যুতে পাখা লীন।
পিছু পিছু ধাও, ধূলায় ওষ্ঠাগত,
পক্ষীরাজ তুহিন।

পশ্চিমে দূর তুষার-চূড়ার পারে
গত জ্যৈষ্ঠের দিন।
সূর্য তোমার শরীরে দীপ্ত, আর
আলেয়া ঈর্ষাহীন।

(৩)

(চঞ্চল-কে)

জেগেছে হৃদয়ে প্রেমের মধুর জ্বালা,
তুমি তো পড়েছ সুললিত পদাবলী,
সেই আমাদের হৃদয়ের পাঠশালা ?
সেই ভাষাতেই আমরা তো কথা বলি।
তাই সংক্ষেপ, সব লক্ষণই জানো—
বসন্ত আসে সহরে মানো না মানো,
গরম হাওয়ায় সেই সুখবর রটে,
গলা পিচে আর উচ্ছল ডাস্ট্‌বিনে,
স্ক্যাভেঞ্জারের অকাল ধর্মঘটে
বসন্ত আসে দুর্গন্ধের দিনে!
হৃদয় জেনেছে তোমার পায়েই লোটা।
যুগধর্মের তালে তালে এসো চলি,
এদিকে ওদিকে বদলিয়ে পদাবলী,
বাহুবন্ধনে গন্ধশিশির কৌটা ॥

(৪)

(কাজলা-কে)

বৃষস্কন্ধে সূর্য স্থির, বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মের মড়কে
বর্ষভোগ্য রুক্ষ শাপ চৈতালির গড্ডল-চড়কে
আজো দেখি রিষ্টি বর্ষে। বৈশাখের অজবন্ধু মেষে
কর্কটক্রান্তির পাপ ক্লান্তিহীন দুর্বাসার শ্লেষে
তাপমানে আজো জাতিস্মর। বজ্রপাণি উদাসীন,
স্বয়ম্বশ অমরার শীতকম্র ফরাসে আসীন।
দয়াহীন ইরম্মদ; ইন্দ্র হিম কুলিশকঠিন—
অন্যমনে গিয়েছে কি ভুলি'! হায়! হে পিতৃপ্রতিম
হে কালের অধীশ্বর! দানধর্মে দম্য তব রাগ!
হিরণ্ময় হে আদিত্য! সম্বরো সম্বরো পুরোভাগ!
হে পূষণ! বধো বৃত্রে বধো শীঘ্র বিশ্বলোপ হয়,
দম্ভোলি নিক্ষেপি বধো, গ্রীষ্মের পৈশুন্য নাহি সয়।
কালিদাসী স্বর্ণযুগ জীয়াইয়া আতাম্র সহরে
কদম্ব কাননে, আম্রে, মেঘদূতে বৃষ্টি যেন ঝরে,
সন্ধ্যাকাশ ঢাকি কালবৈশাখীর নবধারাজলে
গলিত পিচের পথে, নীপবনে, ছায়াবীথিতলে।

(৫)

(সর্‌জি-পি-র গান)

বেগোনিয়া ঝরে, ক্ষীণ পদভরে দোলায় শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও পাতাবাহার ও শুপারিতাল,
ম্যাগ্‌নোলিয়ার পাপ্‌ড়ি খসায় রুপালি আঁকা।
বাতাসের পিঠে চেপেছে সিন্দবাদী বেতাল।

গায়ে ফোটে এযে স্পানিশ গরম, গীটার্‌-গীতে
নরম দেহের ইসারা বিছায় আঙুর-ক্ষেতে।
আল্‌হাম্‌ব্রার জ্যোৎস্নামদির সন্ধ্যামায়া!
গরম হাওয়ায় টোলেডো ছড়ায় গ্রেকোর ছায়া।

চীনে জুঁই কবে ফুটবে কে জানে স্বদেশী বেল!
রজনীগন্ধা, উজ্জয়িনীর মধ্যে-ক্ষামা!
এস নীপবনে ছায়াবীথিতলে দগ্ধ ঝামা
আকাশে ছড়াও হাব্‌সী মেঘের কঠিন শেল।

হে পর্জন্য! ঐরাবতেরা দোলাক শাখা
কৃষ্ণচূড়া ও আম্‌লকী আর নিমের ডাল।
ভেঙে যাক্‌ ঝড়ে ল্যাম্পপোষ্টের কাচের ঢাকা।
হে ত্রিশূলপাণি! কোথায় বিশপঁচিশ বেতাল!

(৬)

(এমার্সনদের)

আকাশে উঠ্‌ল ওকি কাস্তে না চাঁদ
এ যুগের চাঁদ হল কাস্তে!
জুঁইবেলে ঢেকে দাও ঘনঅবসাদ,
চলো সখি আলো করো ভাঙা নেড়া ছাদ,
শুকাবে ঘামের জ্বালা মলয়প্রসাদ,
মরা জ্যোৎস্নায় চলো ভাস্‌তে।

ভয় কিবা? কিছুতেই গণি না প্রমাদ
হাতে হাত, দোঁহে উঠি আস্তে।
কৈলাসসাধনায় কতো শত খাদ!
কষ্টে কেষ্ট-লাভ জানো তো প্রবাদ!
আকাশে উঠ্‌ল কাস্তের মতো চাঁদ—
এ যুগের চাঁদ বুঝি কাস্তে!

সুখে নেই, তাই ভূতে কিলানোর সাধ!
কল্কির দেরি আছে আস্‌তে।
অনাচার অনাহার চলুক্‌ অবাধ
টর্‌পেডো চষে যাক্‌ নীলিমা অগাধ,
আজ আছি, কাল নেই, কেন দিই বাদ
নগদবিদায়ে আজ হাস্‌তে?

আপাতত নেই শিরে বোমার ফেঁশাদ,
অভাবেও আছি বেশ স্বাস্থ্যে,
বর্গীর দলে ভেড়ে যতো প্রভুপাদ,

ঠগেরা বেণেরা পাতে চষমের ফাঁদ।
স্বার্থ ছিটায় মুখে মৃত্যুর স্বাদ,
চাঁদের উপমা তাই কাস্তে?

নৃসিংহ চিনি নাকো, নই প্রহ্লাদ।
শুধু চাই শেষ ভালোবাসতে।
পোড়া ক্ষেত, সাইরেনে ক্ষীণ হল নাদ,
পিশাচের মুখে নামে মুখোস্ বিষাদ,
হৃদয়ে হাতুড়ি ঠোকে প্রেম, ওঠে চাঁদ,
এ যুগের চাঁদ বাঁকা কাস্তে॥

(৭)

(ক্ষিতীশ রায়-কে)

দেশে ও বিদেশে শুনি ঘুরে ঘুরে শিবের গাজন,
রাজন্যসম্পদ শুধু ছদ্মবেশী বিদ্বেষ-ভীষণ।
দেশান্তরী প্রাণভয়ে ছিন্নভিন্ন সগরসন্তান
খোঁজে প্রায়শ্চিত্ত তীর্থ, মরুভূমি খোঁজে মুক্তিস্নান।
উন্মত্ত স্বার্থের শক্তি, অর্থ আনে অট্টহাসা বায়ু।
সর্বনাশে শুষে নেয় বর্ণহীন বণিকের আয়ু।
বসুন্ধরা সর্বহারা, ক্ষুধার্তের ঘর্মে শূন্য খনি,
স্তূপাকার রসদের বস্তা পচে, খুঁজে মরে ধনী।
ধামাচাপা ধর্মঘটে, নির্মনন শূদ্রচল রথে।
ধর্মধ্বজ লোভ ঘোরে সৈন্যকণ্টকিত রাজপথে।
জলেস্থলে অন্তরীক্ষে ক্ষাত্রমৃত্যু খুঁজে' পায় মিতা
রক্তবীজ ব্যাসিলাসে, নিত্যশুনি মরণসংহিতা।
জনতায় আর্তনাদে অস্বাস্থ্যে ও কোলাহলে ভরে
ধোঁয়ায় মলিন ধূম্রলোচনের পীঠস্থান ঘরে।
ক্লান্তদেহে কর্মবীর—সর্বনাশা অর্থাভাব ঘিরে
ভাবে গৃহস্থের সুখ বন্ধ্যা স্ত্রীতে, পুন্নামেরই তীরে,
নিদেন বধিরমূক সন্তানে বা লটারি বা রেসে,
নিদ্রার সাধনা আছে, কাল মেল, তাগাদা আপিসে।
হতাদর ঘরে, মনে আত্মগ্লানি জীবিকাপন্থায়।
ঘোড়া কি কুকুরে পাটে আশা নেই মলিন কন্থায়।
ক্রস্‌ওয়ার্ড্ রেখে দেয়, আজ কিসে কিবা যায় এসে ?
হুণ্ডি দেবে কি কেউ বিশ্বব্যাপী দেশে কি বিদেশে ?

(৮)

(শ-অ-কে)

পাহাড়তলীর গোপনগলির ফর্ণ্বনে
ছোট ছোট আলো লুকোচুরি খেলে ক্ষণে ক্ষণে
পাহাড়ধ্বসার শঙ্কাবিহীন স্বচ্ছমনে।

সূর্যমুখীর সম্ভাষে কবে ঝরল চেরি
সিরিঙ্গা তাই পসারিনী হাসি করছে ফেরি।
দাবদাহ হতে অনেক দেরি।

ভূর্জের গায়ে রূপালি আলোর উপমা লাগে
ঝাউবীথি তাই নবযুবতীর শিহরে জাগে।
শিলীভূত হিম স্তম্ভিত বুঝি এ সংরাগে।

ডেজিভায়োলেটে স্বচ্ছলসুখে বনস্থলী
মন্দাকিনীর নির্ঝরে ধোয় রূপের বলি
পঙ্গপালেরা সানু-প্রান্তরে, মুখর অলি।

তুষারহ্রদের নীলোৎপলের গন্ধ ভাসে
মুহুর্কম্প দেওদারে, লঘুহরিৎ ঘাসে।
কোথায় কিরাত? বৃথা সঙ্কোচ মিথ্যা ত্রাসে।

ছুটি তো ফুরাবে নৈনিতাল বা দার্জিলিঙে,
দিনযাত্রায় গলাবে মহান্ হরিৎহিমে,
হাল্কাহাওয়ায় খরবেগ হবে ক্রমশ ঢিমে।

হিংস্র সহরে ফিরবে হৃদয়ে মধুর স্মৃতি
ঘোর অভ্যাসে শিখবে জীবনযাত্রা-নীতি
মানসবলাকা কেলে দেবে পাখা এই তো রীতি।

অতএব এসো পাইন-মুখর ঝর্ণাতীরে
লাইম-ছায়ায় থাকুক আপেল গাছটি ঘিরে-
তাকিয়ে মরুক্ কালের দূত সে ধূর্ত চিতি।

(৯)

(অ-ব-কে)

সূর্য হানুক তাপের বর্শা
ক্লান্ত দেহে,
যাক্ না পাহাড়ে বিলাসী বর্মা
অলকা-গেহে,
মড়কের পালা চলুক্ নাচার,
জেলায় জেলায়
বাধুক দাঙ্গা, চলুক প্রচার,
কালের ভেলায়
স্বার্থপরের উৎসবও হবে
নৌকাডুবি ?
মহাজন তার মাহাত্ম্য তবে
কি মুলতুবি
করবে কখনো, কখনো তর্‌বে
সব বকেয়া ?
কখনো ফসলে জাঁকিয়ে ভর্‌বে
কালের খেয়া ?
তবু আছে মাটি, আর আছে ঘর,
দুর্মর প্রাণ
কত কাল বলো পাশায় হারাবে
লক্ষ কৃষাণ ?

(১০)

(অডেনআ-কে)

সোনালি সূর্য যুগসন্ধ্যার লগ্ন
তোমার জন্মে সে কোন্ আদরে পাতল।
হোক্ না আঁধার, জহ্নুর জানু ভগ্ন,
কালান্তরের হ্রেষায় জগৎ মাত্‌ল,
তবুও তোমার জন্ম শুষ্ক গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশিতে স্বল্পলোকের বিশ্বে।

জানি শেষ হবে রোষকষায়িত সন্ধ্যা
নাম্‌বে রাত্রি, হয়তো ঘুমের শান্তি
ভেঙে দেবে এই স্বার্থপরের বন্ধ্যা
জীবনপ্রতিমা, বুদ্ধিহীনের ভ্রান্তি।
তাই তো তোমার জন্ম ভয়াল গ্রীষ্মে
স্বল্পখুশির ইসারা গৃধ্নু বিশ্বে।

তোমার জীবনে নূতনকালের সূর্য
হাসি কান্নার সুস্থ আলোয় হাস্‌ছে।
সে আলোর প্রাণমুক্তি-প্রবল তূর্য
তোমার কণ্ঠে হাসিকান্নায় ভাস্‌ছে।
তোমার জন্ম বরাভয়ে এল গ্রীষ্মে
পূর্বপশ্চিমে, প্রাসাদকুটীরে, বিশ্বে॥

কোনো বন্ধুর বিবাহে

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
উল্কা ছড়ায় তারায় তারায়।
রচনায় তবু পড়ে তো ছায়া—
হৃদয় যদিই তোমায় হারায়!

চোখ মেলে দেখি ভাঙা ও গড়া,
মেলাই মেলায় আপন সুর।
আগত পুলকে ক্রমেই চড়া
মিলিত কণ্ঠে প্রাকার চূর্।

আগত সিদ্ধি! খোলে রে দ্বার!
জনতাদীপ্ত চলি সবল।
তবু দ্বিধা, ভাবী অন্ধকার
যদি দূরে যাও, কালের ছল!

নবঅলকার স্বপ্নমায়া
জানি খুলে' দেবে আলোকদ্বার।
তবু পাশে চাই এ প্রিয় কায়া,
হৃদয় আমার! হৃদয় যার।

কোনো বন্ধুকন্যার জন্মে

কন্যকাদানে ধরাকে করেছে ধন্য
পিতা যে তোমার, তাই তো সন্ধ্যা রাঙবে।
থাকবে না জানি সেদিন এ জনারণ্য,
কাঁদুনিতে নয়, সহজে হৃদয় ভাঙবে,
রূপসীর মেয়ে! চড়া জয়গান গাও রে
নবজাতকেই নূতন আলোক পাও।

জানি হে নবীনা! তোমার যুগের কর্মে
আত্মগ্লানির ব্যর্থতা থেকে বাঁচবে:
শূন্যের নয়, পূর্ণের প্রাণধর্মে
হাহাকারে নয়, সম্ভাবনাই আঁচবে।
অতএব দায়ভাগে জয়গান গাও রে
ভাবীসৃষ্টিতে জীবনধর্ম চাও।

সূর্যাস্তের সোনাকে হানবে লাস্যে,
সূর্যোদয়ের হাল্কা আলোয় হাস্‌বে,
পিতৃলোকের স্বপ্ন তোমার লাস্যে
সমসুযোগের সহজ জীবনে আস্‌বে,
প্রৌঢ়ত্বের ফেরানো ঘাড়েও গাও রে
যদি আসে প্রাণ, মৃত্যুকে কেন চাও রে॥

যামিনী রায়ের একটি ছবি

স্থবিরের স্থিতি চাও, স্বভাবজঙ্গম,
আত্মঘাতী স্থাবরের আশা!
ঋতুচক্রে চংক্রমণ, নীল শূন্যে ভাসা
ছেড়ে চাও শান্তি, বিহঙ্গম!
মিলাক্ সে আশা!
নীলিমার শূন্যস্রোতে যতো, বিহঙ্গম!
খোঁজো সত্য, সুন্দর ও শিবে;
পাখায় যতোই ঝাড়ো তড়িৎ জঙ্গম
তবুও নদীর তটে,
তেপান্তরে, ধূমাঙ্কিত মৃত্যুঞ্জয় বটে
কিম্বা কোনো প্রতীক্ষামধুর সলজ্জ কবাটে
তীব্র পাখসাটে
বিরাট ত্রিদিবে
মিলিবে না পৃথুল পার্থিবে।
ছাড়ো সব আশা,
ভাগ্যে আছে নীল শূন্যে লীন হয়ে' ভাসা
— যদি না জটায়ুভাগ্যে একদিন থেমে যায়
পক্ষবিধূনন আর অকস্মাৎ নেমে যায়
ঊর্ধ্বগ্রীব আশা! হায় রে আমার
স্বভাবজঙ্গম ভীরু বিহঙ্গম!

প্রেমের গান

(সুভাষ মুখোপাধ্যায়-কে)

বনে বনে দেখি বসন্তের
যাওয়াআসা চলে ফুলে ফলে।
বাগানের ফুলই ফোটে না আর,
কেয়ারি ঢেকেছে জঙ্গলে
বন আর ক্ষেত ফুলে ফলে।

নীল নব ঘনে গগনে সেই
আঁধার ঘনায়, বৃষ্টি ঝরে,
মাটির গন্ধে, ভিজে হাওয়ায়,
মজা পুকুরেই মজা করে,
মরা নদী সেই ঘুরে মরে।

মাঘের সকালে সূর্য ছড়ায়
দুই হাতে সোনা মুঠি মুঠি।
তবুও কোটরে অন্ধকার,
হিমে হিহি হাড়, বন্ধদ্বার
ভাঙা ঝরঝরে নীল কুঠির।

পথে পথে পালে পালে কুকুর,
ভিখারিরা করে নালায় ভিড়।
সুখী দম্পতি, প্রণয় কিবা!
ঘরোয়ানা নেই, নিশা কি দিবা।
আমাদেরই প্রেমে লাগ্‌ল চিড়।
রাজপথে চলে প্রজার ভিড়।

সোনালি ঈগল

(প্রজ্ঞান রায় চৌধুরী-কে)

তবু আজ মেলে ডানা
তোমার স্বপ্ন যতো।
নেভানো তন্দ্রাহত
সহরে দিচ্ছে হানা
সোনালি ঈগল যতো।

মৌন আলোর থামে
ক্ষণিকক্ষিপ্র ট্রাফিকে
পথে পথে দিকে দিকে
চঞ্চু কি তার নামে
তোমার ঘুমের দিকে ?

ঝাপটে পাখা পাথরে
জানালায় শার্শিতে
ছাতে, দরজায়, ভিতে
পাখা হানে সকাতরে
নিরালা রাতের শীতে।

চুপিসাড়ে ঐ মরণ
ছড়ায় বামন চরণ
স্বার্থের ইসারায়
মানে নাকো ব্যাকরণ
ইতিহাসের ধারায়।

সোনালি স্বপ্ন তবু
নেহাৎ ব্যক্তিগত

বেদনায় জবুথবু
জটায়ুর পাখা ঝাড়ে
মরীয়া মর্মাহত।

শূন্যের নীলিমায়
আকাশও মৃত্যুনীল,
ছিঁড়ে গেছে সব মিল,
তবুও খুঁজি তোমায়—
যদিও আয়ু ঝিমায়,
স্বল্প সত্য যদি
হয়ে ওঠে সাবলীল ॥

চতুরঙ্গ

(অশোক মিত্র-কে)

(১)

সারাজীবন খুঁজেছি তাকে। ঘন অন্ধকারে
হয়তো কোনো স্বপ্নকালো মরণঘন রাতে
দেখেছি তার নীলিম চোখ, শীতকুয়াসা-প্রাতে
চাঁদের মতো দুচোখ তার, বন-অন্ধকারে।
কী মায়া তার জানি না নাম, জীবনে তার টান
চাঁদের মতো, জোয়ারে টানে পূর্ণিমার মায়া।
অমাবস্যা আঁধারে তার মর্মভেদী বান
উৎসবের ভিড়ে ছড়ায় বরতনুর ছায়া।
জানি না কিসে তাতে আমাতে তনুমনের মিল!
মিলনে দূর, বিরহে তারই অস্তিত্ব ছায়।
শরৎমেঘে আকাশ তারই আলোছায়ায় নীল
সারাজীবন ডেকেছি তাকে স্বপ্নইসারায়॥

(২)

তুমি আছ কোন্ সাতসাগরের পার,
বাতাস তবুও ভ্রমর তোমার কথায়।
আকাশের নীলে দেখেছি চোখ তোমার,
বৈকালী ব্যথা গোধূলিতে যবে ভায়।
হৃদয়ে শুনেছি তোমার আপন কথা
উন্মনা ক্ষণে কাজের প্রহরে কতো,
দেখেছি তোমাকে সুদূরে স্বপ্নাহতা,
তোমার আননে স্বপ্ন হয়েছে রত।

তারার দল ছুটেছে নিজবেগে,
পাহাড় ওড়ে নীল যেখানে শাদা,
লক্ষ হাতে প্রাণ ছড়ায় কাদা
এই পৃথিবী, গতির ঢেউ লেগে।

সবুজ বট ছায়া বিলায় বটে,
নীলেই তার হাজারো হাতছানি,
শুশুক মাতে নীলসাগরে জানি
—প্রেম আমার পাড়ায় নাকি রটে ?

হৃদয় প্রিয়া দিয়েছি দুই হাতে,
প্রাণের লীলা তোমারই, সঙ্গিনী,
তোমাকে আমি আপন বলে' চিনি,
তোমাতে প্রাণ ঘূর্ণীস্রোতে মাতে।

চলেছি ছুটে' দেশকালের নীলে,
বাইরে ঘরে স্বার্থে ভয়ে মেশা
অগ্নিনাসা ঘোড়ারা ছোঁড়ে হ্রেষা
—তোমাকে বাঁধি সঙ্গতির মিলে।

প্রেম আমার তারা-তারায় লেগে
উল্কা, ভাবে থমকি' নিজ বেগে ॥

বিদায়! তাহলে ধবলগিরির মৌনে বিদায়
হতাশ বাহুর শেষ পাণ্ডুর অঙ্গীকারে।
রক্তিম চূড়া অস্তরবির শেষমদিরায়
কঠোর প্রমাদে হৃদয় বিঁধায়। অশ্রুধারে
বিদায়! তন্বী! পৃথুল পৃথিবী তোমাকে ডাকে
সভ্য লোভের প্রবল স্বার্থে, হে বন্দিনী!
কারো দোষ নেই, অসহায় বলো দুষ্‌ব কাকে?
তুমি তো জেনেছ আমাকে, আমিও তোমাকে চিনি।
আমাদের পথ দক্ষিণে বামে ত্রিশূল টানে,
তুমি ভেসে যাবে তুচ্ছ মেদের স্বচ্ছলতায়।
তবুও তুষারহ্রদ উচ্ছল তোমার গানে
চিরকাল, জেনো, শ্রেণিস্বার্থের অতীত কথায়।

পার্টির শেষ

(দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে)

গণ্ডেরির মহারাজা পার্টি দেয়, মুঠি মুঠি প্রাচুর্য ছড়ায়,
বাগানবাড়ীতে আসে নিমন্ত্রিত ছলে বলে এবং কৌশলে
জমিদার, দারোগা, হাকিম আর কলের মালিক দলে দলে
চর্ব্য চোষ্য পানীয়ের—সুদৃশ্যা ও সুশ্রাব্যার দর্শন-আশায়।
নিচে হ্রদ এঁকে বেঁকে লালজল আঁকা বাঁকা পাহাড়ের গায়
বুদ্বুদ ছড়ায়, পালে সূর্যাস্তের সোনা লাগে, দঙ্গলে দঙ্গলে
হাট থেকে চাষী ফেরে। গাংটার ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত জঙ্গলে
নবাবী সূর্যাস্ত ঝরে। সন্ধ্যা জমে, উৎসবের মুখর সোনায়
তাঁবু সারে সার, ধোঁয়া ওড়ে সত্তমৃত শিকারের পাচাস্বাদে।
মূল্যবান অবসাদে অতিথি সজ্জন হলে অবশ অসাড়,
রাজা শুধু ম্রিয়মান, বিলাতী কুকুর তার পড়ে গেছে খাদে,
নর্তকীর সঙ্গীত ও গায়িকার নৃত্যশোভা তাই তোলপাড়
করে না বুঝিবা শুধু বনিয়াদী তারই চিত্ত। বেলোয়ারি ঝাড়
একে একে নিভে যায়। বমনবিধুর সেই ঘরের কোণায়
অন্ধকার ছিঁড়ে' যায়। পাহাড়ের সূর্য ওঠে রক্তাক্ত সোনায়॥

১৯৩৭

প্রণয় পালাল প্রচণ্ড ভ্রূর ভঙ্গে।
ডুবেছে সাগর-মন্থনে দামী মুক্তা।
রক্তে মুছেছে রুচির হাসির শুচিতা।
অঘোরপন্থী শুধু খোঁজে আজ সঙ্গী।

অগ্নিবাণের চাতালফাটানো হাস্যে
বালির পাহাড়ে ধামা চাপা গীতাভাষ্য
ক্ষ্যাপা শুধু ঘোরে স্পর্শমণিরই খোঁজে কি?
জীর্ণ দেউলে, বিদীর্ণ গম্বুজে কি?

ঘর ও বাহির আপন ও পর পন্থা
আজকে শুধুই গোপন থাকুক গ্রন্থে।
বন্ধনহীন পথ বেঁধে দেয় গ্রন্থি।
ছিন্নকন্থা-দলেই ভেড়ে সামন্ত।

চা চা-র আপন প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে
শিং ভেঙে মেশে স্বার্থে শত্রুমিত্র॥

পদধ্বনি

(হম্‌ফ্রি হাউস্‌-কে)

পদধ্বনি !
কার পদধ্বনি
শোনা যায় ?
মদিরহাওয়ায় রজনীগন্ধার মতো
কেঁপে ওঠে রোমাঞ্চিত রাত্রির ধমনী।
ও কে আসে নীল জ্যোৎস্নাতে
অমৃতআধার হাতে ও কে আসে আমার দুয়ারে,
বার্ধক্যবাসরে ?
অসহায় জরাগ্রস্ত পাণ্ডু অসূয়ারে
ছিন্ন করে' দিতে আসে সর্পিল উলূপী
তিমিরপঙ্কের স্রোতে, রসাতলসঙ্কুল আঁধারে ?
হে প্রেয়সী, হে সুভদ্রা,
তোমার দাক্ষিণ্যভারে
হৃদয় আমার
বারবার হয়েছে প্রণত,
প্রেম বহুরূপী
যতোবার যতো ছদ্মবেশে
প্রসন্ন হয়েছে জানি উদ্বৃত্ত সে তোমার লীলার।
মন্থিত স্মৃতির রাত্রে শালীন ঐশ্বর্যে স্বপ্নে বিচ্ছুরিত ঘুম—
বিস্তীর্ণ জীবনভরে' বুনে' গেছি কত শত আকাশকুসুম-
অভ্যস্ত প্রহরে এই নিয়মের সজ্জিত নিগড়ে
সুরভি নিশীথে,
ক্ষয়িষ্ণু কর্মের প্রান্তে ঘনিষ্ঠ নিভৃতে
হে ভদ্রা, এ কার পদধ্বনি !

ছড়ায় অমনি নক্ষত্রের মণি সে কোন্ অধরা
উন্মত্ত অপ্সরা!
সুরসভাতলে বুঝি নৃত্যরত সুন্দরী রূপসী
বিভ্রান্ত উর্বশী!
আকস্মিক কামনার উদ্বেল আবেগে
পদক্ষেপ মাত্রারিক্ত, বহুভুঙ্গিতার
মুদ্রা লোল উচ্ছ্বাসের বেগে।
সে আতিশয্যের ভার
বিড়ম্বিত করে' দেয় পার্থের যৌবন,
মুহূর্তের আত্মদানে সঙ্কুচিত এ পার্থিব মানবের মন।
হে ভদ্রা, এ হৃদয় আমার
তোমাতে ভরেছে তাই কানায় কানায়
প্রেমের একান্ত দানে টলোমলো একাধিকবার
বৈতরণী অলকনন্দায় যমুনাগঙ্গায়
ঘুরে' ফিরে' আদিঅন্ত তোমাতে জানায়
সম্মিলিত জীবনের আদিগন্ত মুক্ত মোহানায়।
মনে পড়ে সেদিনের ঝড়ে সে কী পদধ্বনি হুঙ্কার, টঙ্কার
উৎসবের অবসরে
আমাদের পলায়ন প্রেমের বিহ্বল বেগে, হে ভদ্রা আমার,
যাদবের পঙ্গপাল পিছে তাড়া করে,
পিছু পিছু ছোটে পদধ্বনি,
ক্ষিপ্র কৃষ্ণ ব্যাজরোষে, স্ফীতোদর হলধর ক্ষিপ্ত ধাবমান,
তোমার নিটোল হাতে উল্লসিত সে তুরীয়যান,
দেশকালসন্ততির পারে
অবহেলে করেছি প্রয়াণ।
পদধ্বনি সেই পদধ্বনি

আমাদের স্মৃতির বাসরে
জরিষ্ণু ধমনী ক্ষিপ্র করে,
দেহাতীত এ তীব্র মিলনে কালোত্তর ক্ষণে
সমগ্র সত্তার অঙ্গীকারে
তোমাকে জানাই আজ, হে বীরজননী,
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী বিরাটচৈতন্যে তাকে করেছ স্বীকার।
তবু পদধ্বনি!
হৃদ্‌পিণ্ডে স্পন্দমান, রক্তে তার দোলা।
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার রেখেছি তো খোলা
তবু কেন এতই অস্থির!
স্মৃতির ঐশ্বর্যে ধনী, বার্ধক্যবাসরে
সঞ্চিত অতীতে জানি গচ্ছিত জীবন,
তবু অভিমানী
কেন অকারণ পক্ষবিধূনন! আর সেই পদধ্বনি!
ওকি আসে নগ্ন অরণ্যের
প্রাক্‌পুরাণিক প্রাণী? অসভ্য বন্যের পিতৃকুল?
দানবজন্তুর পাল?
দন্তুর ভয়াল
প্রাক্তন পৃথিবী ওঠে নিজস্ব স্মৃতির
করাল অতীত নিয়ে আমার অতীতে?
আমার সত্তার ভিতে বর্বর রীতির
সে পার্থিব স্মৃতি
জাগায় পার্থেরো ভয়।
মনে হয় এই পদধ্বনি
এই পদধ্বনি শোনা যায়—
বুঝি ধায়

প্রচণ্ড কিরাত!

উন্মথিত হিমশিলা, তুষারপ্রপাত ঝরে, পলাতক কিন্নরীর দল,
ছিন্নভিন্ন দেওদারবন!
শালপ্রাংশু হাতে সব পাশবিক বল,
চোখে জ্বলে প্রচ্ছন্ন অনল! পাশুপত ছল!
আহা! সে তো শুভ্র আবির্ভাব, দেবতার উদার প্রসাদ!
মিলে গেল নবশক্তি আত্মদানে উজ্জীবিত ভীত অবসাদ।
তবু আজ এ কি কলরব! পদধ্বনি! দুরন্ত মিছিল!
ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
উর্ধ্বশ্বাস উৎসবে কাতর বিলাসী যাদবযুবাদল
অতীতঅর্জিত সুখে এলোমেলো অলসভোগের
স্বার্থপর আবিষ্কারে ক্লান্তিভারে নিদ্রান্ধ বিকল।
হায় কালের ধাবায়
নিয়মে হারায় পার্থসারথির পরাক্রম।
বটের ছায়ার মতো, সর্বক্ষম নেতার রক্ষায়
ছত্রধর নেই আজ সম্পূর্ণ মানব।
স্মৃতি তার দ্বারকায় অবসরবিনোদনে লোটে;
স্মৃতি তার কদম্বছায়ায়, যমুনার নীলজলে বৃথা মাথা কোটে।
তবু এই শিথিল প্রহরে
নুপূরমঞ্জীরে ঘোর শঙ্খরবে মেতে ওঠে কার পদধ্বনি!
পদধ্বনি, কার পদধ্বনি! কারা আসে সঙ্কুল আঁধারে
তিমির পঙ্কের স্রোতে প্রান্তর ও অরণ্যকে ছিঁড়ে'
উল্কার উন্মত্ত বেগে ভূকম্পের উচ্চ হাহাকারে
বিষায়ে রক্তের স্রোত, আচম্বিতে কাঁপায়ে' ধমনী
কার পদধ্বনি আসে? কার?
এ কি এল যুগান্তর! নবঅবতার!

এ যে দস্যুদল !
হে ভদ্রা আমার !
লুব্ধ যাযাবর ! নির্ভীক আশ্বাসে আসে ঐশ্বর্য-লুণ্ঠনে,
দ্বারকার অঙ্গনে অঙ্গনে
চায় তারা রঙ্গিলাকে প্রিয়া ও জননী
প্রাণৈশ্বর্যে ধনী,
চায় তারা ফসলের ক্ষেত, দীঘি ও খামার
চায় সোনাজ্বালা খনি। চায় স্থিতি, অবসর।
দস্যুদল উদ্ধত বর্বর
আপন বাহুর সাহসী বুদ্ধিতে দৃপ্ত ভবিষ্যে নির্ভর
দস্যুদল এল কি দুয়ারে ?
পার্থ যে তোমার
অক্ষম বিকল ভদ্রা, গাণ্ডীবের সে অভ্যস্ত ভার
আজ দেখি অসাধ্য যে তার !
চোখে তার কুরুক্ষেত্র, কাণে তার মত্ত পদধ্বনি,
ক্ষমা কোরো অতিক্রান্ত জীর্ণ অসূয়ারে।
ব্যর্থ ধনঞ্জয় আজ, হে ভদ্রা আমার !
হে সঞ্জয়, ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব অক্ষয় ।।

বঞ্চনা

সূর্যাস্তের ছায়ায় বিরাট
মূর্তি ধরেছে বঞ্চনা।
নিজের ছায়ায় নিজে ভয় পাই,
ভাগ্য কুড়ায় গঞ্জনা।

হঠাৎ জীবন হাতপা ছড়ায়!
এই ভর করে' এসেছি আজ
সন্ধ্যার কূলে কালের চূড়ায়।
উলঙ্গ নীলে ভেসেছে সাজ।

তোমাকে দেখেছি হে ভোজরাজের
পুতুল, আমার রঞ্জনা!
গ্রামছাড়া পথে রাঙা মাটি ঝামা,
গোষ্পদ নদী অঞ্জনা।

মৈত্রী সেজেছে পেশোয়াজ ছেড়ে
অহংকারেরই কর্মক্ষয়।
স্বর্গখেলনা গড়েছি কল্পনা,
সে গড়া মরীয়া ভাঙার ভয়।

আত্মম্ভরী হে যশোলিপ্সু,
বিশ্বম্ভর বঞ্চনা!
মধুকৈটভে স্বরূপ দেখেছি,
কোথা মেদিনীতে সান্ত্বনা?

সপ্তপদী

(১)

সোনালি লগ্নে দেখা হয়ে গেল
সোনাখচা বাঁকা রঙীনপথে।
এলোমেলো দিনে আনমনে চলি,
চড়ি নি বিজয়ে মুখর রথে।
তবুও ছড়ালে আয়ত নয়ন,
সোনালি আকাশ ছড়ালে নীলে।
শালঅরণ্যে ও ঋজু শরীরে
খুঁজে' পাই দূর হঠাৎ মিলে।
কিংশুকবনে যে হাসি ছড়ালে,
শুধু অকারণে পুলকময়ী।
সে আকাশে দেখি আপনাকে ছাড়া
সাধনার শেষে, ক্ষণিকা ময়ি।

(২)

পান্থ প্রেমের এই গুরুভার
তুমি ছাড়া বলো বইবে কে ?
তোমার আঙিনা দিয়ে ভিজে' যাই
দ্বার খোলো বঁধু তাই দেখে।
নদীতে জোয়ার খেয়াপারাপার
বন্ধ হয়েছে, হাট লোপাট।
শুধু আছে মেঘে বজ্রআবেগে
আকাশছড়ানো বিজন বাট।
এই দুর্যোগে ঘরকে বাহির,
তুমি ছাড়া বলো, বাহির ঘর
কেই বা করবে ? তোমারই হৃদয়
আকাশের নীড়, নদীর চর।
আত্মদানের সে নীল আকাশে
বিরাট শূন্য বাঁধবে কে
তুমি ছাড়া বলো ? তোমারই হৃদয়ে
থমকাই শেষে, তাই দেখে ॥

শিল্পস্থদূর কৈলাসে আজ যাত্রা—
ধ্রুপদী হৃদয় খোঁজে তার ধ্রুব মাত্রা।
পালায় এখানে কঠিন চিত্রগুপ্ত।
চিত্রশালায় স্তম্ভিত সৌন্দর্য
ঘুরি ফিরি দেখি, সঙ্কোচ খোলে ছন্দে,
জেগেছে মুক্তি স্বপ্নের ভয়ে সুপ্ত,
বাঁধন ভেঙেছে, অমরায় নির্লজ্জ
শতমূর্তিতে তোমাকেই তাই বন্দে।
অনাহার আর অনাচারে পচা ভাদ্র
হোক্ না, তবুও একাধিক খাঁটি মিত্রে
কেটে যাবে কাল অকালেও জানি সত্য,
সেই সাহসেই তোমাকে ঘিরেছি ভক্ত।
স্নুরের মাধুরী ছাপায়ে নয়ন আর্দ্র,
হৃদয় স্বতই কৈলাস তব চিত্রে॥

তোমার মনের শুভ্রশিখরে খুঁজেছি বাসা
নীড়-আকাশ ।
এ নিরালম্ব জনতাসাগরে চুকেছে ভাসা
রুদ্ধশ্বাস ।
ছিন্ন ঢেউয়ের নীলিম ছন্দে চিনেছে মন
আপন সীমা ।
স্বয়ম্ভরের আত্মসাধনা হল আপন
ভাঁটায় ঢিমা ।
অমারজনীর মদিরায় নেই নীড়আকাশ
জেনেছে মন ।
তোমাতেই পাই প্রাণসত্তার নীলিমাভাস,
তাই আপন ।

(৫)

গোধূলি নামাল তার পরিচ্ছিন্ন স্তব্ধতার পাখা।
সহরের পাণ্ডু মুখে দেখা দিল বিবর্ণ আবেগ।
জনাকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে আঁধারের নীল আভা আঁকা।
ঘোমটায় ঢাকা আলো। স্তব্ধতায় নিস্তরঙ্গ দোঁহে।
— ভেঙে গেল সে কৈলাস অকস্মাৎ তীব্র মৃদুস্বরে,
ভিয়োলার শব্দস্রোত কেঁপে গেল স্থির মৌন ঘরে।
তোমার চোখের ঢেউ ধুয়ে' দিল তীক্ষ্ণ নীরবতা
তোমার কথার পাখা এনে দিল ক্লিষ্ট ব্যবধান।
তবু চিত্ত তব চিত্তে মুমূর্ষায় করিল প্রয়াণ।
— না থাকে তো নাই থাক্ জীবনান্তে পদস্থ পেন্‌সান্,
আত্মীয়অভাবে বিশ্ববিদ্যাহীন কেঁদে যাক্ প্রাণ,
জানি জানি রুদ্ধদ্বার সে কারণে কর্‌পোরেশান্।

(৬)

অপরাজিতা ! পাপ্‌ড়ি যদি ঝরেই আজ পড়ে
সহুরে ধোঁয়াওড়ানো ফুলদোলানো হিমঝড়ে,
মরণ যদি গলির মোড়ে হাতছানিতে ডাকে,
তোমার চোখ যদিই কভু বাঁকাও আর কাকে,
তবুও আছে উদয়রবি, সন্ধ্যাকাশে রঙ্গ,
নীল নিথর বৈকালী বা মেঘেরই মৃদঙ্গ—
মরুভূমির পাণ্ডুদাহে আছে তমালতাল ;
জীবন জানি হোমশিখায়, হৃদয় জেনো তবু
প্রেমের গানে উদ্দীপিত গথিক্ ক্যাথিড্রাল্ ।

বর্ষে বর্ষে কাল কাটে, প্রাত্যহিক, নিঃসঙ্গ, করাল!
বৈশাখীর ঝঞ্ঝা জীর্ণ গ্রীষ্মে শেষে হয় ভস্মলীন,
প্লাবিত বর্ষার গান, শরতের সূর্যাস্ত মলিন,
হেমন্তের হাহাকারে পলাতক মানসমরাল!
জমে' উঠে রক্তবীজ জীবনের অলক্ষ্য অভ্যাস,
থরে থরে গুপ্তচর জলেস্থলে বায়ুহীন মেঘ।
শাণিত বিদ্যুতে চেরে ঘনঘটা, স্বনিত আবেগ,
পুঞ্জে পুঞ্জে ঘেরে ক্ষোভ, মনান্তরে ছিঁড়ে যায় ব্যাস—
ছিন্নভিন্ন হাওয়া ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, ডোবায় আকাশ,
ধুয়ে' যায় মাঠক্ষেত, গাছপাতা, নদীর জঞ্জাল,
সূর্যালোকে স্বচ্ছস্নাত রেঙে ওঠে দিকচক্রবাল,
ছেয়ে দেয় আদিগন্ত ইন্দ্রধনু বিরাট আকাশ।
সে অতলনীলে স্তব্ধ স্মিতহাস্য কালের রাখাল
পাহাড়ের নীল চূড়া। সে আকাশ তোমারই আকাশ॥

জন্মাষ্টমী

(সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কে)

O Freunde, nicht diese Töne—

Beethoven : Symphony No. 9. in D minor

সন্ধ্যার ধোঁয়ার মুষ্টি উঠে আসে সুচতুর
রুদ্ধ করে নিশ্বাসপ্রশ্বাস
বাষ্পাগন্ধ স্পন্‌জ্ হাতে।
পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে
ঘরে ঘরে বিবর্ণছায়াতে
পরবশ বিশ্রামের গুল্মবায়ু, কল্মষবিলাস।
লোক যায়,
পথে পথে লোকেদের ভিড়,
পথে লোক ঘরে ফেরে,
নানাবেশে নানাদেশী যায়
নির্বোধের মদগর্বে, স্বার্থপর লজ্জাহীনতায়,
ঘৃতস্ফীত ক্ষিপ্তমন, ক্ষীণপ্রাণ, জীর্ণ শীর্ণকায়,
এলোমেলো বাঁকা পায়ে, ট্রামে, বাসে, হয়তো বা কারো
সারে সারে কাতারে কাতারে।
ঘামে আর নিশ্বাসের
কিণ্বস্রাবী উদ্‌গারের উচ্ছিষ্ট হাওয়ায়
নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা
সোনার কবরীখসা
অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে, হে সহর স্বপ্নভারাতুর!
লেক আর খালপার, এসপ্লানেড্ আর চিৎপুর!
ছড়াবে করকাধারা
কৈলাসতুষারধারা

অগণন ভিড়াক্রান্ত এ সহরে নিঃসঙ্গ বিধুর
স্বপ্নভারাতুর।
পণ্ডশ্রম দাবদাহ! ঘর্মপাত ব্যর্থ গেল!
আযোজন বালুচরে ঝরে' যাবে সোনা,
অদৃশ্য অস্পৃশ্য ঝরে কৈলাসের হৈমবতী কণা।
পারিজাত কুরুবকশাখা
মৃদুপর্ণ হাত নাড়ে সমস্বরে হাজারে হাজারে,
পাখা ঝাড়ে শতশত মানসবলাকা।
আনন্দ, আনন্দ বুঝি! আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য
লঘিমায় স্পন্দমান
মর্মভেদী বাতাসের কায়াহীন বেগে।
মালিনীরা বৃথা হাত নাড়ে
সিনেমায় শ্রান্তি যায় কৈ?
ক্লান্তি নামে স্বপ্নের আড়ালে।
ক্লোস্‌অপ্‌ আলিঙ্গনে
মদালস গভীর চুম্বনে
বিদ্যাসুন্দরের যতো নব্য হৈচৈ!
কলম্বস্‌-আবিষ্কৃতা,
বিদেশিনী মহাশ্বেতা,
স্নানসজ্জা বাহু আর কদলীদলিত উরু
বৃথাই নাড়ালে!
পল্লবঅঞ্জন চোখে মুক্তাবিন্দু খল শোকে,
বৃথাই দাঁড়ালে!
দন্তুর হাসির ছটা বিম্বাধরে বৃথা, বৃথা কামধনুভুরু।
শ্রোণিভারনিলীনবসনা

বৃথাই রূপ ও বাণী প্রসাদ বিতরে
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
লেলিহরসনা।

তাহলে, বিদায় বলি।
দাবদাহে জগ্ধতৃণ দগ্ধমরু প্রদীপ্ত বাতাসে
যৌবনের গান ঝরে, সিরোক্কোর একঘেয়ে কলি।
ভঙ্গুর জীবনলোভী শ্বাসে
ব্যর্থতার গ্লানি বহে মৌন মন
অনুতাপে পরিম্লান মৌল নিরাশায়,
অন্ধকারে দিশাহারা জিজীবিষু সগবসন্তান।
নিরন্তর প্রমাজ্ঞান
প্রাক্তন প্রমাদে কোন্ কৌল মৃন্ময়
হৃদয় বিষায়।
গুহা ভেঙে রশ্মিহারা পঙ্গপাল কবন্ধের পাল
বুঝি বাহিরায়
শিরায় শিরায় উন্মাদ আবেগ।
সদসৎ ধর্মাধর্ম নিরালম্ব আকাশকুসুম
পিছু পিছু নিয়ত ছোটায়
সঞ্চয়ের দুরন্ত তৃষায়,
জিজ্ঞাসার দুর্মর নেশায় জাগরণঘুম
নিরানন্দ বুভুৎসায়
কেটে যায় ঈশানঝঞ্ঝায় দুরন্ত সিমুম
কালের খেলায়।
বিষয়ী-বিষয় তবু মরীচিকা, সুদূরে মিলায়
ব্যষ্টি ও সমষ্টি আর প্রত্যয় প্রতীক্ সঙ্কল্প বিকল্প লীলায়
নামে রূপে কর্তা ও ক্রিয়ায়

নিজেদেরে শূন্যেই বিলায়।
পৃথুল পৃথিবী শুধু
বিড়ম্বিত-নীবি
নয়ন ও মন নিয়ত ভোলায়
স্বর্ণমারীচের ডাকে নানাঅছিলায়,
কস্তুরীযূথের পায়ে
ঊর্ধ্বমুখ ক্ষুরে ক্ষুরে ঢেকে দিয়ে দিগন্ত ধূলায়।

হয়তো বা ছুটে' আসে মগধের পদাতিক,
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ী যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে,
পিছু পিছু ছুটে' আসে
ক্ষিপ্র উচ্চৈশ্রবা।
এ যে দেখি বিষম বাতিক!
দুর্জনবিহার করো
দূরে পরিহার,
রেখে দাও বৈকালিক পার্কব্যাপী সভা।
ঠিক জানো ধনঞ্জয়, তুমিও ছুট্‌বে না?
তার চেয়ে চালাও সমিতি,
জোটাও কমিটি,
সন্ধ্যাটা কাটবে তবু নিরাপদে, দশের সেবায়।
তেত্রিশকোটির মাঝে অসহায় মনে
ভাবো কি, কস্মৈ দেবায়
হবিষা বিধেম?
গাড়ী নেই? ভালো লোক? হাট ছেড়ে বাট ছেড়ে
ঘরে বসে' ঘেমো।

আমি যেন গ্রাম্যজন

বসে' আছি বিমূঢ়, উৎসুক,
সংসারের কচঙ্গনে বিকিকিনি বাকি থাকে, কেটে যায় বেলা,
বিস্ফারিত দৃষ্টি, মুখ
শিথিল বৃহৎ আর লোল ওষ্ঠাধর।
পসারিনী তুলে দেয় হাট, আহিরিনী চলে' যায় ঘাট,
ভেঙে যায় মেলা।
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চনদে খল কলরবে চলে
মননের মোহানায় ন যযৌ ন তস্থৌ খেলা। কেটে যায় বেলা।
রক্তহীন বিস্ময়ের
উদ্ভবলী সংশয়ের ত্রিশঙ্কু ক্ষণের
সঙ্কুল সন্ধ্যায় দেখি দিগন্তের পরিখার পারে
সারে সারে ছত্রধর মেঘ,
রথচক্রে সঞ্চিত আবেগ।
আমারই প্রশ্নের কাছে তারা বুঝি ধার চায়
পাঞ্চজন্য বেগ।
ভাবি শুধু দ্বারকার তথা কিসে মথুরার মধুর সঙ্গীতে
সত্য রবে, ভাবি কিসে তত্ত্ব হবে বৃন্দাবনী শ্যামকান্তপীতে।

ফাটনের নেই দরকার।
সূর্যের সারথি নই, অশ্বমেধ বই নাকো,
বাজারসরকার,
বড়ো জোর, পাটকলে পদস্থ কেরানী,
জজকোর্টে উকিলই হয়তো বা,
তেল নেই নিজেরই চরকার।
কিসের দরকার।
তার চেয়ে মাঠচষা ভালো,
ধারালো পায়ের খেলা ভারালো বলের মুখে

আধি কি সারাল?
সমুদ্রের ধারে সেই রক্তরাঙা সূর্যাস্তের পারে
য়ুলিসিস্ জানে না তো মোহনবাগান
বীরভোগ্য দ্বীপকুঞ্জে কুরুবক পারিজাত বনে
হেকটর না জানি হায় কি মজা হারাল!
আশা করি বেতারের গান
সে দ্বীপেও ভেসে যায়
যেখানে দিগন্তে চিরসন্ধ্যাময় আলো।
আশা করি সুরঙ্গমা ডিয়োটিমা সুন্দরের প্রিয়া
শোনে এই ঐক্যতান,
রাজার কুমার
যেন গ্যালাহাড খুঁজে ফেরে অমৃতআধার
ভেসে যায় পক্ষীরাজে
যখন জটার বাঁধন পড়ল খুলে।
এই ঝড়ে ঊর্ধ্বশ্বাস অপচেতা বক্রপেশী আততিবিহীন
কবন্ধ দুঃস্বপ্ন ঘেরে
মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগ।
হে বন্ধু, এ নাচিকেত মেঘ
আসন্নমুমূর্ষাক্ষুব্ধ আমার পাতাল
ধুয়ে দিক্, বজ্রযোগে বিদ্যুৎঅঙ্গারে
উড়ায়ে পুড়ায়ে দিক্ বিষঙ্গের উজ্জীবনে
সঞ্জীবনী প্রতিষেধে, সাবিত্রীক সম্পূরণে
বেঁধে দিক্ হে সুশ্রুত, উদ্‌গতির হিরণ্ময় জালে।
তারপরে চা এবং তাস
ব্রিজ্‌ই ভালো, না হয়তো ফ্লাশ্।
ঘোরতর উত্তেজনা, ধূমপান, আর্তনাদ, খিস্তি, অট্টহাসি।

তারপরে বাড়ী
অম্লশূল আর সর্দিকাশি
এলেমেলো,গোলমাল,ঘেঁষাঘেঁষি,ধোঁয়া আর লঙ্কার ঝাল
তবু হায়
প্রচ্ছন্ন করাল
মহাকাল, ধূর্ত মহাকাল।
দিন আর রাত্রি কাটে, রাত্রি আর দিন।
অবিশ্রাম চলে অভিনব
স্বধর্ম-অন্বেষা,
পিছু পিছু চলে অবিরাম
স্যন্দন-ঘর্ঘরে তব
উচ্চকিত উচ্চৈশ্রব হ্রেষা।
যৌবন সঙ্গীন
নির্বিবাদে গিয়ে পড়ে প্রৌঢ়ত্বের অভ্যাসিক
যৌথজতুঘরে।
প্রারম্ভের পারিজাত ধুতুরায় পরিণতি পায়,
প্রাক্তন-পাশ্চাত্য আর কার্যকারণের
পালিতকুক্কুরবৎ পটু বশ্যতায়
দেখে যাই অকাতরে
অনাচার, অত্যাচার, অপচয়, অকালে, অকালে।
কিম্বা সত্বগুণে
আর্বলব্ধ স্বার্থতারণের
সরীসৃপ বিজ্ঞতায় চাঞ্চল্যের মুখে ফেলি নিষ্ঠীবন,
বলি, ধিক্, ধিক্।
তারপরে,
জরিষ্ণু প্রহরে

সন্তানের ফর্দ করি আজীবন বঞ্চনার পাইকারী আত্মত্যাগী
অর্থগৃধ্নুতায়,
কিম্বা হায়
দরিদ্র বৃদ্ধের তিক্ত সর্বহারা ভবিতব্যহীন
ব্যর্থতার একান্ত ব্যথায়।
আত্মকামে বিত্ত এই আর্যসত্য উপলব্ধি করে'
অবশেষে ভুলে' যাই কালের হাওয়ায়
ঈশানের আগমনীগানে, আনন্দউৎসবে,
ধ্বংসের বিষাণে
ভয়াবহ পরধর্ম যৌতুকের অট্টালিকা ভূমিসাৎ ছারখার
কালের হাওয়ায়।
ভুলে' যাই রক্ষাকালী শ্মশানেই হায়।
ক্ষান্ত করো, ক্ষান্ত করো এই অন্ধ ধৃষ্ট বিদূষণ
তুলে দাও হিরণ্ময় ঢাকা
হে যম, হে সূর্য, হে পূষণ!

শ্মশান।
শ্মশানে আগুন জ্বলে,
হুইস্কি কি তাড়ি চলে।
খালের হাওয়ায় হিম শবগন্ধ প্রখর আঁধারে,
অনাথ রাত্রির আর্তনাদে
বসে' আছি উবু হয়ে' হৃদয়ে জমাট বাঁধে
পত্নীবিয়োগের পুণ্য কঠিন আঁধার।
ওপারে সারদা কাঁদে, এপারে প্রেমদা বাঁধে।
উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের শোকে ডাক গুনি বৈরাগ্যসাধার।
ব্যর্থ করে' বৈদ্যের বিধান,
ভেষজনিদান

চলে' যবে গেল অষ্টসন্তানের মাতা যমপুরে
অকালে,
বাসুকি বুঝি বৃথা ছাতা ধরে'!
ব্রহ্মচর্য ব্যর্থ করে' চলে' গেল বৃষ্টিঝড়ে,
গেলে হত রাত্রিশেষে
কিম্বা ভোরে, সাদা রোদপোয়ানো সকালে।
স্নান সেরে উঠ্‌বে এবার?
পুন্নামের পথ বেয়ে রৌরবের নিরানন্দ দ্বার।

তোমার সর্বতোভদ্রে অনিকেত আমার কি স্থান
হবে সখা, হে কৌন্তেয়?
শরীরে আমার আজও লাগে নি কো দাহগন্ধ,
সর্ববুদ্ধিমতে হেয়
মরণবৃত্তিক ছলা
আজও মনে জ্বালে নি মশান।
জানি বন্ধু, বুদ্ধিযোগী উপাসনা তব
এ নীরন্ধ্র
ঘন অন্ধকারে
অনন্দ অসূর্যলোকে
অর্গল লাগাবে নাকো দ্বারে।
বিস্মিত তোরণে তব
অতিথি এসেছি আজ, পরপক্ষ অজ্ঞাত অচেনা
ছিন্নবেশ ভিন্নদেশী ভিক্ষাজীবী রুক্ষ বিভীষণ
শান্তিসেবী যুযুৎসুসমান।
ছিন্ন করে' ছায়াতপ, দীর্ণ করে ভেদের আঁধার
জ্বালো পার্থ, পঞ্চাগ্নির প্রদীপ তোমার।
পাঁচটি চাঁপার কলির মুষ্টি তুলেছ বৃথা,

বৃথা তর্জনী গঞ্জনা।
জানি এ তোমার ছলার মাধুরী,
বিম্বাধরের তড়িৎ চাতুরী, অঞ্জনা!
তোমার হাসির পাণ্ডু আভাসে—
যাই বলো
জীবন হারায় একটি ক্ষণের তীব্রতায়
সব জন্মের সাধনার শেষ একটি মেঘের দীর্ঘশ্বাসে,
ঝরে' পড়ে আজ জাতিস্মর
অসীম ব্যথায় অসহ পুলকে মরণসাগরে ধন্যতায়
তাই তো শুধাই, হে ঈশ্বর
— তাই বলো!
রাগ করো নিকো সত্যিই তবে!
বলো তো কবে,
ভয়ে দুরুদুরু ভিখারী হৃদয়,
হে বিজয়িনী
—শুধু চা কিন্তু, দুধ নয়, দুইচামচ চিনি—
অকারণে ভোলা তুমি নির্দয়
রাখবে তোমার কোমল হাতেয় কমলপুটে
— অকারণে নয়?
জানি জানি দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার
চরণতলে
আমি অভাগ্য মানি
বোসোই না, ওরা কেউই শুন্‌ছে না, এ দীন বলে
হয়তো আমিও উঠ্‌ব ফুটে' এ দীন বলে
তোমার হাতের বাঙ্ময় চাপে, রঙীন ঠোঁটের এককথায়,
রেশমী মেঘের একটুকু জলে

যেন কাক্‌টুস্‌ গ্রাণ্ডিফ্লোরা।
কেউই ওরা
শুন্‌ছে না, শোনো, আবার কিন্তু এসো
আর চুপি চুপি বলি, একটুকু ভালো—
বেশ বেশ শুধু হেসো।
(রমার মুখের সরস লালিমা
ঢেকে দিলে প্রায় দিনের কালিমা
কাজের দিন।)
এই যে অলকা, তোমার পাশে
কে পারে থাক্‌তে স্ফূর্তিহীন?
(সুরেশ তো রোজ বিকেলে আসে?)
যা বলেছ তুমি, তোমার কিন্তু শাড়ির রং
আমার চোখে তো নেশাই ঘনায়—
রাজাস্‌ পেগ্‌।
লেনিনের চিঠি পড়েছ, রিমার্ক-
-এব্‌ল্‌ ইন্‌
টারেস্টিং।
বলো ভাববে না পাগল সং?
কাণে কাণে বলি, তোমার চোখের হাসির কণায়
অলকা, আমার দিনরজনীর স্বপ্ন ভাসে
নিদ্রাহীন
পাঁচবছর, স্টালিনের মতো
— ওই কি লিলির টেনিসের জুড়ি খস্‌রু বেগ্‌?
অমাকৃষ্ণ তমিস্রারে দুইহাতে ঠেলে' ঠেলে' কোথা
ভারাক্রান্ত লবণাক্ত বাতাসের ব্যূহ ভেদ করে'
চলেছে দুর্জয় একা, পদক্ষেপে ছড়ায়ে রিক্ততা

কি উদ্দেশে, কঠিন যাত্রায় ?
নেই রজনীর ভয়
বিজনের, পৃথিবীর, আঁধারের মুষ্টিবদ্ধ ভয়
হৃদয়ে কি নেই আজ, হৃদয় আমার ?
দৃষ্টিতে নেইকো জনপ্রাণী, শুধু আকাশছড়ানো
অস্পষ্ট নিষ্ঠুর ক্রুর আঁধারের হাসি।
জ্যোৎস্না ডুবেছে রাশি রাশি
মেঘঘন আঁধারের উদ্দাম জোয়ারে।
বেলাভূমি স্তব্ধ মেঘরজনীর দুর্দম শৃঙ্গারে,
শ্বাস রুদ্ধ করে ঘন উত্তেজিত স্বেদাক্ত বাতাস,
তার মাঝে, ব্যগ্রবাহু, প্রিয় মোর, ঊর্ধ্বশ্বাস
চলেছ কোথায় ?
কোন্ নারী, কি ঐশ্বর্যভার
ছিন্ন করে' নেবে বলো বলীয়ান্ দুই বীরবাহু ?
কোন্ দেশ লক্ষ্য কোন্ অমৃতআধার
অজ্ঞাতবাসের তব অভিনব এ জয়যাত্রার ?
পৃথিবীর, বিধাতার সমুদ্যত বজ্রের সন্ধান, ক্ষিপ্রবাহু
তোমারও যাত্রার সাথে সাথে ধায় শাস্ত্রমতে, জানো ?
তুমি বুঝি শোনো নি কো গায়ত্রীর গুহাগুপ্ত গানে
তৃপ্তিহীন সঙ্কটের তীব্র আর্তনাদ
দিবারাত্রি বিশ্বামিত্র করিছে একেলা ?
ভুলেছ কি নব নব পথের নির্মাণে
পরিক্রমা হয় না কো শেষ,
পড়ে থাকে সেই যক্ষপ্রশ্নকণ্টকিত রুক্ষ দেশ।
নিরুদ্দেশ যাত্রা তব খরকৃষ্ণ তমিস্রাকে ঠেলে,
দূরে দূরে ফেলে কাংস্যনিনাদ সাগরে

— শ্যেন-কপোতের প্রেম-কূজনে মধুর কোনো
নব অলকায় নয়—
নিয়ে' যাবে বলো কোন্ সঙ্গীহীন নব হতাশ্বাসে !
মিনতি আমার,
যাত্রা করো রোধ।
এক ক্লান্তি হতে যাবে আর ক্লান্তিদেশে, নবপ্রতিভাসে
যাত্রা কভু যাবে না থমকি'।
তুমি তো জেনেছ
যে শরীরে রক্ত চলে, সে শরীরে কেহ
কখনো চমকি'
দেখে নি কো আথেনে বা প্রজ্ঞাপারমিতা।
যাত্রা তব ক্ষান্ত করো, নিভে' যাক্ রাবণের চিতা।
পাবে কি বন্ধুর বাহু কভু ধরিবারে
অন্তহীন কাংস্যরবা মদহিংস্র সাগরের দীর্ঘ এই পারে ?
— হে বন্ধু আমার, বলো তো আমারে।
অন্বেষণ বৃথা বারে বারে
ডিয়োটিমা, বলো তো আমারে।
তাই বলি, আমার মিনতি,
অসিধারব্রত যাত্রা ক্ষান্ত করো, হৃদয় আমার।

নবঅভিসারে চলেছি রে ভাই,
রাত জেগে পেঁচা ভরেছি খাতাই।
লক্ষ্মী চাই।
ফট্‌কারই শুধু ছেড়েছি তো হাল,
আমি কোন্ ছার,
বাট্‌পাড়েরাও হয়েছে যে ঘাল।
গণ্ডেরিরামই বাজার চালায়.

নিমকহালাল তুখোড় দালাল।
আমাদের সব পূরেছে চতুর পাটের ছালায়।
হাওড়ায় তাই কোণঠাসা হয়ে' চেঁচাই, কাতরে,
মাথাপোতা।
ত্বয়া হৃষীকেশ! শতেক ঘায়েও নই ভোঁতা।
নবরূপে সেই মাথাই খাটাই, পটুরঙ্গে
গৌড়জনের সুধাকর হই, চতুরঙ্গে
অংশীদাররা হল কুপোকাৎ!
প্রায় চাল মাৎ।
রাম হরি শ্যাম আর এ অধম
দীন অভাজন
জুড়েছি গাজন।
ডিভিডেণ্ড চেপে প্যানিক্ ছড়াই,
বাজারে গুমোট আমরা নড়াই,
তারপরে ছাড়ি অন্‌ডর্‌সেল হাত চেপেই,
ভাগে ভয়ে কেঁপে অংশীদার
হরি আর রাম, শ্যাম আর আমি রয়েছি
চার ডিরেক্টর্।
কি উল্লাস! কোটালের বান! হই আগুয়ান।
এইবার দাদা ছাড়ব বোনাস্।
পাল তুলে' চলি পাটনীখেয়ায়
পাঁচটিবছর সব বকেয়ায়।
বুঝলে না, রাম সরস্বতীরই কর্ণধার,
বীণকার নয় নাই হল, বটে সর্বত্যাগী শিক্ষাব্রত
সে স্বর্ণকার,
কাণ ধরে' ভায়া চালায় বইয়ের মালজাহাজ,

বাহাদুরি দিই, খুব জাঁহাবাজ।
শ্যাম হল গিয়ে নবশঙ্কর, রঘুনন্দন, আর্যামির
সে তুফানমেল,
নিখিলভারতে ছড়াচ্ছে খুড়ো মোহমুদ্গার,
হিন্দুত্বের ম্লেচ্ছশেল।
হরি আমাদের রথস্‌চাইল্‌ড্‌, দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল!
তেজারতি তার ব্যাঙ্কিঙে গিয়ে কি উচ্ছল!
দুটো মিল্‌ও চলে—ধর্মঘটের উপায় নেই:
জামাই যে তার নিজে ম্যানেজার,
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার,
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগস্মরনীয় তার বেয়াই।
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই।

অস্তাচলে অন্ধকার, স্থবির রাত্রির
স্থির বিরাটপাখায়
ঘনায় আবেগ
আকাশ এসেছে নেমে আত্মীয়তায়
অন্তরঙ্গ, নির্বর্ণ, নির্মেঘ;
দ্বারকার দস্যুভয় ইন্দ্রপ্রস্থে নৈকট্যে মধুর।
দীর্ঘ শালতরুসার
মহাবনে স্তব্ধ
স্তব্ধ প্রতীক্ষায় ধীর মৌন স্থির,
বিশ্বরূপ মহিমার স্নিগ্ধ কণা পেয়ে
অন্তরঙ্গ, অথর্ব-বিধুর।
বিহঙ্গ জাগে নি আজও জীবযাত্রাকাকলীমুখর,
অথবা জেগেছে নীড়ে, শিরাস্ফোটে লেগেছে তাদের

এ প্রাকৃত আবির্ভাবে নিরুদ্ধ আবেগ।
পাঁচপাহাড়ের
চূড়ায় নেইকো আজ দিতিজ স্পর্দ্ধার
উদ্ধত গ্রীবার গতি,
শান্তমতি
ক্ষান্ত স্থির অবনত নিবৃত্ত উৎসুক
যেন শোনে কান পেতে মিটিমিটি কার পদধ্বনি।
বাতাসের বেগ
চলে' গেছে দিগন্তসীমার
বজ্রকোষে পরিখাপ্রাকারে সমুদ্রের পারে
চংক্রমণ স্বতই সম্বরি'।
সামান্য ঝিল্লীও মৌন, ক্রন্দনশর্বরী
শেষ হল, সেও বুঝি জানে।
এ তীব্র প্রহরে
প্রতিবেশী বিচ্ছিন্ন সহরে
শৈশবের অসহায় ঘুম
না জানি ফোটায় কতো বার্ধক্যের জাতিস্মর আকাশকুসুম।
এ রাত্রিপ্রয়াণে
সংহত সত্তার বাস্থ এই গোধূলিতে, ঘনিষ্ঠ সন্ধ্যায়
মহাকাল প্রশান্ত অম্বরে
স্মিতওষ্ঠাধরে
কূলপ্লাবী বর্ণহারা আকাশগঙ্গায়
ধ্যানমৌন সান্নিধ্য বিলায়
ছায়াতপহীন।
সারস্বত মুহূর্তের কালাতীত স্তম্ভিত লীলায়
জাগ্রতস্বপ্নের ভেদ বুঝি আর নেই। মর্মভেদী কলের চোঙাও

নীরব, স্তম্ভিত ভীত মিলের ধোঁয়াও,
তাই পরিব্রজবাসী সন্ধ্যাভাষী এই অবধূত
আত্মীয় প্রহরে যতো ভূত-
-বিশেষসঙ্ঘের ক্ষিপ্র পাল
হে দ্রংষ্ট্রাকরাল!
গুহাহিত সমাহিত অন্তরের শূন্যে নীল মহাশূন্যমাঝে।
প্রত্যক্ষ প্রতীক্ তাই রাত্রি আর দিন
আত্মদানে রোমে রোমে ঐক্যতানে রোমাঞ্চিত বাজে
নামে রূপে একাকার মহাশূন্যমাঝে।
আসন্নশরৎঊষা ঝাড়ে শুধু কুরুবকশাখা
কৈলাসের শীকরবীজনে, শুধু ঝরে ঝারি শিশিরসলিল,
হৈমবতী ধৌত করে কুহেলিকা, সম্মোহকলিল।
সর্বংসহা আমাদের বসুন্ধরা সুন্দরী বারেক
বিলম্বিতগ্রীবা,
রাকা মুখ ফিরায় বুঝি বা।
সূর্যের বিরাট তূর্যে হিরণ্যগর্ভের
আলোককাড়ায়-নাকাড়ায়
মুক্তিস্নান লজ্জিত দর্বের
উচ্চৈশ্রব রক্তিমাধারায়
আনন্দ, আনন্দ শুধু আনন্দনিষ্যন্দন আকাশ।
আনন্দে শিহরে শূন্য বাতাসের মাতরিশ্বাবেগে।
হে মৈত্রেয়, আত্মসহোদর,
এ সঙ্গীত আমাদেরে আর নাহি সাজে।
আনন্দের যে ভৈরবী মীড়ে মীড়ে
সুষুম্নার শিরে শিরে
সাযুজ্যসঙ্গীতে,

অণিমাসঞ্চারী তীব্র তাড়িত সম্বিতে
আমাদের নিস্পন্দ আবেগে,
হে মৈত্রেয়, আত্মীয়সোদর,
সেই সুর মেগে
অঘমর্ষী জনতার উদ্‌গীথ-মুখর
এ কুৎসিত জীবনের ক্লৈব্যগামী স্বার্থপর ব্যর্থতা জানাই
কুম্ভীরক তাই।

বিদেশী

সত্যেন্দ্রনাথ বসু-কে

টমাস্ স্ট্যর্নস্ এলিঅট্

ফাঁপা মানুষ

(বুড়ো মোড়লকে কাণা কড়ি)

(১)

আমরা সব ফাঁপা মানুষ
আমরা সব ঠাসা মানুষ
ঠেস দিয়ে' ঢলে' পড়েছি এ ওর গায়ে
মাথার খুলি খড়ে ঠুসে'! হায়রে!
যখন ফিসফিসিয়ে' আলাপ করি
আমাদের শুক্‌নো গলা শোনায়
শান্ত অর্থহীন
যেন শুক্‌নো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস
কিম্বা যেন আমাদের সরাবখানার ফাঁকা ভাঁড়ারে
ভাঙা কাচের উপর ইঁদুরের আনাগোনা

রূপহীন কিমাকার, বর্ণবিহীন ছায়া,
পক্ষাঘাতগ্রস্ত বেগ, অঙ্গভঙ্গী নিশ্চল;

যারা পার হয়
প্রত্যক্ষ নয়নে যারা মরণের পরপারে যায় অলকায়
তারা আমাদের মনে রাখে—যদি রাখে
মনে রাখে শুধু
ক্ষ্যাপা মানুষ
ফাঁকা মানুষ বলে'।

(২)

স্বপ্নেও সে চোখগুলির চোখোচোখি দ্বিধা লাগে
মরণের স্বপ্ন অলকায়
তারা আসে নাকো ঃ
সেখানে সে চোখগুলি নিষ্পলক জাগে
খর রৌদ্র যেন ভাঙা মর্মরের স্তম্ভের গায়ে
সেখানে একটা গাছ অবিশ্রাম দোলে
আর কণ্ঠস্বরগুলি মনে হয়
বাতাসের করতালে খোলে
নিভন্ত নক্ষত্রের চেয়ে
আরো দূর আর আরো গম্ভীরতন্ময় ।

চাইনা আর যেন যাইনা আরো কাছে
মরণের স্বপ্নঅলকায়
আমিও যেন পরতে পাই বেছে বেছে
ছদ্মবেশ
ইঁদুরের জামেআর, পরচুলা কাকের পালক
কাকতাড়ুয়ার লাঠি [illegible] হাতে
পোড়ো ক্ষেতে
কাজ — যা করায় হাওয়াতে—
আরো কাছে নয়

সে চরম সম্মিলন নয়
সন্ধ্যা অলকায় ।

(৩)

এই ত শ্মশানদেশ
ফণিমনসার দেশ
পাষাণের মূর্তিগুলি
এখানে স্থাপিত এই, এখানে তারা পায়
মৃতের হাতের কাতর মিনতি
নিভন্ত নক্ষত্রের নশ্বর জ্বলে' ওঠায়।

সে কি এমনিতর
মরণের সেই অলকায়
সঙ্গীহীন জেগে উঠে'
যখন মাধুর্যে বিধুর কাঁপি থরথর
ওষ্ঠাধর চুম্বনে উদ্যত
আচম্বিতে ভাষা পায় প্রার্থনায় ভাঙা পাষাণের পায়ে লুটে।

(৪)

এখানে সে চোখগুলি নেই
কোনো চোখই নেই
এই ম্রিয়মাণ নক্ষত্রের উপত্যকায়
এই শূন্য উপত্যকায়
আমাদের এই ভ্রষ্ট রাজ্যের ভগ্ন জঙ্ঘা-জানুতে

সম্মিলনের এই শেষ মেলায়
আমরা সব হাৎড়ে হাৎড়ে মরি
আর আলাপের মুখ চেপে ধরি

জড়ো হয়েছি সবাই
শোথস্ফীত এ নদীর বালুকাবেলায়

দৃষ্টিহীন, যদি না
সেই চোখগুলি আবার আসে
ধ্রুবতারা যেন আকাশে
শতদল স্বর্ণকমল
মরণের সন্ধ্যা অলকায়
ফাঁকা মানুষের
একটি মাত্র আশা।

(৫)

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
কাঁকড়ার দল চলে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চামচিক্‌ড়ি
মাকড়সা দেয়ালে
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চিম্‌সে পাখা
চাম্‌চিকেরা মেলে
শ্যাওড়া-কাঁটায় ভোর চারটেয়
ছেলেরা সব খেলে।

প্রত্যয় আর প্রত্যক্ষের মধ্যে
প্রবৃত্তি আর কার্যের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া

ধারণ আর স্থষ্টির মধ্যে
আবেগ আর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে
পড়ে কালছায়া
এ জীবন দীর্ঘ অফুরাণ
বাসনা আর তৃপ্তির মধ্যে
বীজ আর সত্তার মধ্যে
তত্ত্ব আর অবতারের মধ্যে
পড়ে কালছায়া
প্রভু তোমারই তো সব মায়া
প্রভু তোমারই
এ জীবন
প্রভু তোমারই তো সব
এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ
এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ
দীপ্ত বজ্রনির্ঘোষে নয়
নেড়ী কুকুরের কাৎরানিতেই ॥

সিমেঅনের গান

প্রভু! আজ রোমান্ হায়াসিন্থ্ টবে ফুটছে, আর
শীতের সূর্য চুপি চুপি লতিয়ে' উঠ্ছে তুষারপর্বতে
অবাধ্য ঋতু বাসা বাঁধছে তার।
আমার জীবন চলে লঘু আজ সময়ের পথে
মরণ বাতাসের জন্যে প্রতীক্ষমান জীবন আমার
হাতের পিছনে পালকটার মতো।
রৌদ্রালোকে ধূলিকণা, কোণে কোণে অতীতের স্মৃতি
মৃত্যুর তুহিনদেশে নিয়ে যায় যে বাতাস, তার
প্রতীক্ষায় রয়েছে আহত।

তোমার শান্তি আমাদের দাও।
এ নগরে বহুকাল ঘুরেছি তো আমি
অক্ষুণ্ণ রেখেছি আমার ব্রত, আমার ভক্তি
দরিদ্রের নিয়েছি ভার
দিয়েছি সম্মান-স্বস্তি যথাযোগ্য, পেয়েছিও নিজে।
আমার দ্বার থেকে কেউ ফিরে যায় নি হতাশায়
তবু প্রশ্ন প্রাণে
আমার বাড়ীটি—কে রাখবে মনে?
দুঃখের সময় যখন আসবে এখানে
কোথায় পাবে বাসা সন্তানের সন্তান আমার?
তাদের নিতে হবে গোচারণের পথ
তারা নেবে যতো শৃগালের বাসা সেইদিন
বিদেশী চোখের থেকে অনাত্মীয় হনন-উদ্যত
বিদেশীর তরবারি রোষ থেকে আশাহীন
তারা সব পালাবে যখন।

বেত্রাঘাত, শৃঙ্খল ও রোদনের সময়ের আগে
তোমার শান্তি আমাদের দাও।
পার্বত্য এ বিবিক্তির তীর্থক্ষেত্রে আজ
মাতার দুঃখের সেই অবশ্যসম্ভব সময়ের আগে
আজ এই মরণের প্রসব-প্রয়াগে
এই শিশুঅবতার তোমার বাণী অভাষিত, আজও ভাষাহীন
দিয়ে' যাক্ ইস্‌রেয়লের আশ্বাস
দিয়ে' যাক্ আমাকে, পুঁজি যার শুধু তার আশীবছর
ভবিষ্যৎহীন।

তোমার বাক্যঅনুসারে, প্রভু।
তোমার তারা স্তব করবে আর
বংশে বংশে তারা বরণ করে নেবে
গৌরবে আর অবজ্ঞায় সব অত্যাচার।
আলোর উপরে আলো, ওঠে পুণ্যবান্ সিদ্ধির সোপানে।
স্বধর্মসাধনে নিজের প্রাণদানে
ধারণার প্রার্থনার কঠিন পুলকে
চরম সে দিব্য আবির্ভাব
— সে নয় আমাকে।
তোমার শান্তি আমাকে দাও।
(তোমার হৃদয় ভেদ করে' যাবে তরবারি
তোমারো হৃদয়।)
আমার জীবনে আজ অবসাদ এসেছে, অবসাদ আমার
যারা আসবে পরে, তাদেরো জীবনে।
মরি আমি আজ মরণে আমার
যারা আসবে এখানে আমার পরে, তাদেরো মরণে।

দাসকে তোমার যেতে দাও, প্রভু!
যেতে দাও তোমার মুক্তি দেখে।

লাফিয়ে' উঠ্‌ল হাওয়া

চারটে নাগাদ লাফিয়ে' উঠ্‌ল হাওয়া
লাফিয়ে' উঠ্‌ল, ভাঙল ঘণ্টাঘড়ি
জন্মমরণে দোদুল্যমান হাওয়া !
হেথা, মরণের স্বপ্নরাজধানীতে
অন্ধ দ্বন্দ্বে জেগেছে প্রতিধ্বনি
একি স্বপ্ন কিম্বা অন্য কিছুই হবে
কালো নদীটার রূপে মনে হয় যবে
অশ্রুর ঘামে ভিজা সে কারো বা মুখ ?
দেখেছি সে কালো নদীর অপর পারে
ছাউনিআগুন নাচায় বর্শা কত
হেথা মরণের অপর নদীর পারে
তাতার সওয়ার নাচায় বর্শা যত ॥

মারিনা

কতনা সমুদ্র কোন্ বালুতীর ধূসরপাহাড় আর কোন্ সব দ্বীপ
কত জল ছল্‌ছল্ গলুই-এর গায়ে
আর বেতসের গন্ধ আর বনদোয়েলের গান কুয়াসাকে চিরে'
কত ছবি ফিরে' আসে
হে কন্যা আমার।

যারা বসে' শান দেয় কুকুরের দাঁতে, অর্থাৎ
মরণ
যারা শোভা পায় মনিয়াপাখির রংবাহারে, অর্থাৎ
মরণ
যারা সব বাসা বাঁধে প্রসাদের খোঁয়াড়ে, অর্থাৎ
মরণ
যারা কাঁপে পশুভোগ্য পুলকের ভারে, অর্থাৎ
মরণ

তারা হয় অশরীরী, হাওয়ায় ক্ষয়িষ্ণু
বেতসের দীর্ঘশ্বাস, বন্যগানমুখর কুয়াসা
স্থানকালহীন একী মধুর লীলায়

এ কোন্ মুখ কার, অস্পষ্ট, স্পষ্টতর
হাতের ধমনীস্পন্দ লীন, বেগবান্—
এ কি দান না এ ঋণ ? নক্ষত্রের চেয়ে দূর, চোখের চেয়েও কাছে

কাণে কাণে কথা আর ছোট ছোট হাসি ডালপাতা আর
ছুটন্ত পায়ের রেশে রেশে
ঘুমের গভীরে যেখানে সব জল মেশে।

চণ্ডিপাটে চিড় পড়ে বরফের চাপে, চড়া রোদে রং চটে' যায়।
আমারই রচনা এ তো, ভুলে' যাই
আর মনে পড়ে।
দড়াদড়ি ছেঁড়াখোঁড়া, চট্ পচে' গেছে
একটি বৈশাখ আর আশ্বিনের মাঝে।
আমারই রচনা এতো, না-জেনেই, আধো জেনে,
হে না-জানা, আমার আপন।
পাটাতন ফুটিফাটা, জলুই-তে পাটের দরকার।
এই রূপ, এই মুখ, এ জীবন
আমাকে ছাড়িয়ে কোন্‌কালের জগতে জীবনের তরে এ জীবন ;
দিতে চাই আমার জীবন এনে মেনে দিই এ জীবনে,
আমার যত কথা ঐ অকথিতে
এই জাগরিত, ঠোঁটদুটি ফুট্‌ফুটে, এই আশা,
এই সব নূতন জাহাজ।

কোন্ সে সমুদ্র, কোন্ বালুতীর কষ্টিপাথরের কত দ্বীপ
আমার কাঠের দিকে আর
বনদোয়েলের ডাক কুয়াসাকে চিরে' চিরে'
কন্যা আমার ॥

ডি, এচ্, লরেন্স্

(১)

গম্ভীর স্থির পাহাড়ের সামনে অস্পষ্ট ইন্দ্রধনুর ফিতে,
তার আর আমাদের মধ্যে বজ্রের যাওয়া-আসা।
নিচে সবুজ ক্ষেতে মজুররা দাঁড়িয়ে
কালো থামের মতো, সবুজ যবের ক্ষেতে নিশ্চল।

তুমি আমার পাশে, তোমার খালি পায়ে স্যাণ্ডাল্
বারাণ্ডার কাঁচা কাঠের গন্ধের মধ্যে দিয়ে ভাসছে
তোমার চুলের গন্ধ আমার কাছে:
ঐ আসছে
আকাশ থেকে পড়ল এসে বিদ্যুৎ।

ক্ষীণ সবুজ বরফগলা নদীতে কালো নৌকো
অন্ধকার কেটে-কেটে—যায় কোথায়?
বজ্র হেঁকে উঠে। কিন্তু আমরা তো এখনো
পরস্পরের।
উলঙ্গ বিদ্যুৎ আকাশে কেঁপে-কেঁপে চলে' যায়।
—আমরা ছাড়া আর কিই বা আছে আমাদের?
নৌকোটা গেল চলে'।

(২)

বাংলোয় নীরবতা, রাত্রি গভীর, আমি একা
বারাণ্ডায়
শোনা যায় তিস্তার আর্ত্তনাদ, দেখা
যায় সাদা নদীটির ভাঙা হাড় প্রেতচ্ছায়ায়
পাইনের ফাঁকে-ফাঁকে, পাথরের আকাশের পায়ে।
থেকে-থেকে গোটাকয় জোনাকপোকার অস্পষ্ট অসাড়
শূন্যে মিশে যাওয়া।
ভাবি শুধু কোথা নিশি-পাওয়া
সর্বস্বান্ত বিলুপ্তির অন্ধকারে আমার নিস্তার ?

(৩)

না, না, এই রৌদ্র এবারে থেমে যাক্
চুনকামে ঝক্‌ঝকে বাড়িগুলো আর বারাণ্ডার টক্‌টকে ফুলগুলো
আর দূরের ঐ নীলিম পাহাড়গুলো পিষে যাক্
অন্ধকারের দুটো পেশীপিণ্ডের চাপে।
অন্ধকার উঠছে অন্ধকার পড়ছে, তার চাপা আওয়াজে
সর্বস্ব মুছে দিয়ে-দিয়ে।
আলোর দেয়ালের ভিৎ ধ্বসে' যাক্ খসে' যাক্
আর অন্ধকারের পাথরগুলো হুড়মুড় করে' নেমে আসুক
আর সব [illegible] মতো হ'য়ে যাক্ ঘন কালো অন্ধকার।

ঘুম নয়, স্বপ্নে ধূসর সে ঘুম,
মৃত্যুও নয়, নবজন্মের সম্ভাবনায় সে স্পন্দমান,
শুধু ভারি, বিশ্ব-ডোবানো অন্ধকার, নিস্তব্ধ, নিশ্চল।
ঘুম? ঘুমে কি হবে?
পাহাড়ের উপর চল্‌তি মেঘের ছায়া, আমার উপর ভেসে যায়
সে আমায় বদ্‌লায় না, দেয় না কিছুই।
আর মৃত্যুও নিশ্চয়ই বাকি রেখে যাবে একটু বেদনা,
সেও ত বীজকম্প্র, অস্থির।
একেবারে অন্ধকার হোক্ সব অন্ধকার
আমার ভিতরে, আমার বাইরে একেবারে
ঘন ভারি অন্ধকার।

(৪)

আমাদের দিন হল গত,
রাত্রি উঠে আসে ঐ।
পৃথিবীর গর্ভ ছেড়ে চুপিসারে উঠে আসে
আঁধার ছায়ারা
আঁধার ছায়ারা
ধুয়ে দিয়ে যায় আমাদের হাঁটু
ভিজিয়ে দিয়ে ছিটিয়ে দিয়ে আমাদের উরু।
আমাদের দিন হল শেষ।
কাদা ভেঙে ঠেলে-ঠেলে আমরা চলি
পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে টলতে টলতে পড়তে পড়তে চলি।
ডুবলুম আমরা।
আমাদের দিন হল গত
রাত্রি উঠে আসে ঐ।

(৫)

লিডা

এসো নাকো বহিয়া চুম্বন
দুই বাহু ওষ্ঠাধরে গাঢ় আলিঙ্গন
বহিয়া অস্ফুটস্বর মধুর গুঞ্জনে।
এসো তুমি পক্ষ-বিধূননে
সমুদ্রের হর্ষ বহি চঞ্চুর আস্বাদে
এসো তুমি তরঙ্গ-সঞ্চারী
সিক্ত তব তন্তুপদপাতে
জলাভূমি-সুকোমল উদরে আমার।

আনো বিপ্লব বিদ্রোহ্ কেউ ভাই
অর্থভাগের অনর্থে নয়
অর্থলোপের একান্ত দুরাশায়।
আনো বিপ্লব যাহোক্ একটা ভাই
শ্রমিকের নব-অভিষেক চেয়ে নয়
শ্রমিকের জাত একেবারে তুলে দিতে
আর রচনা করতে শুধু
মানুষের নব সূর্যখচিত দেশ।

পর মোরা

কর্কশ কিন্তু ক্ষীণকায় ঘন্টাগুলোর বাঁধের মধ্যে
সকালটায়
এরি মধ্যে জোয়ার লাগল,
ভাসিয়ে দিলে জ্যোতির্ময় বিকালটা বুঝি।
কেনেস্তারা পিটিয়ে চল্‌ছে খালি ট্রামবাসের গান।
পাতা ঝরে' ঝরে' পড়ছে
পোড়া কাগজের মৃদু আওয়াজে
আর দূরদিগন্তের সেতুবন্ধ
সার্কুলার রোড্‌টা বেঁকে গেল কড়ায়ায়
জিলিপির প্যাঁচে।
দুর্বলচিত্ত ম্যাকাডামে ছাপ পড়ছে
প্রতিটি পদক্ষেপের।

ছটা জাপানী একটা কবোষ্ণ ট্যাক্সিতে চলেছে
শূন্যে পাগুলো ডুবিয়ে।
চমৎকার দিনটা!
বেঙ্গল ক্লাবে বড়ো সাহেব ফিরছেন পায়ে হেঁটেই।
ইংলণ্ড যেন
চক্‌খড়ির পাৎলুন উপকূলপ্রান্তে,
আর মাথায়
চিম্‌নির টিপি।
পাছে এই খাসা দিনটা তাঁর বিফলে যায়,
আহতেরা আর রিক্তেরা তাই নাকি শপথ করেছে,
যে তারা আর কোনো কিছুতেই যন্ত্রণা বোধ করবে না।

ভইংশ্রেড্ ওএন্

পৃথিবীর চক্র চলে রক্তৈতেলে! প্রায় বুঝি ভুলে' গেছি তাই।
আমরা নিশ্চল র'ব, নিজেরে খনন করি গভীর চিন্তায়।
সুন্দরের অধিষ্ঠান তোমার নয়নে, তুমি সার্থক সক্ষম।
প্রজ্ঞা রহে পারমিতা আমাকে ঘেরিয়া বহে রহস্যের হিম।
—আমরা রহিব পিছে, জীয়াইয়া আমাদের অসিধার ব্রত।—
স্বত্বত্যাগ করি আজ মানুষের মন নামে পশুরই স্বভাবে।
রক্তপানে পুনর্স্বাস্থ্য লোকে বলে—চাহিনা সে ভীমের আসবে
ব্যাঘ্রের ক্ষিপ্রতা চেয়ে আমরা হব না কভু তীব্র বেগবান।
অগ্রপথ থেকে যারা গলি ধরে, ছাড়ি সেই জনতা গহন।
আমরা রহিব দলত্যক্ত যতো জীর্ণভগ্ন পরিখাপ্রাচীরে
নগরীতে পলাতক জগতের জনতার প্রত্যাগামী ভিড়ে।
—মুক্তাকাশে এসো বন্ধু অনিকেত মুখোমুখি সত্যের সাক্ষাতে।
ওরা যবে রুদ্ধগতি, রথচক্র রক্তক্লেদে আকর্ণগভীর
গভীর বাপীর জলে আমরা ত্বরিতে স্নান করাব ওদের।
নিমজ্জিত বাহুচ্যুত শূন্যকুম্ভ আজ ওরা আমাদের বলে।
তবুও বহুর পঙ্ক পর্ণপুটে ধুয়ে' দেব মোদেরই সলিলে।
সেনানীর অগম্য সে নীল বাপী সঞ্জীবনী স্বখাতসলিলে
শত্রুহীন তবু যারা রক্ত দিল, শুভ্র তট তাদেরও কপালে॥

হাইনে

"হিমেল হাওয়া, গোধূলি নামে, রাইন বহে ধীরে"

(সুবোধ মিত্র-কে)

(১)

তুমি যেন কোনো ফুল, কোমল শুচি ও সুকুমার
চোখ মেলে দেখি আর হৃদয় বিষাদে ভরে।
মনে মনে সাধ রাখি দুই হাত জোড় করে'
তোমার মাথায়, বিধাতাকে বারবার
বলি থাকো চির শুচি কোমল ও সুকুমার।

(২)

প্রেয়সী আমার পাশাপাশি দোঁহে
বেয়েছি দুজনে হালকা ভেলা।
উদার সাগরে নিথর রাত্রে
চার চোখে দেখি ভাসার খেলা।

প্রেতদ্বীপের অপরূপ ছবি
মৃদু চাঁদিনীতে স্বপ্নকায়া।
মধুর মধুর বাজে কিবা সুর
তরঙ্গায়িত নৃত্যছায়া।

মধুর মধুর আরো বাজে সুর
ফেনউদ্বেল মুখর স্রোতে।
আমরা দুজনে ভেসে চলি একা
বিরাট আঁধার সাগরস্রোতে।

(৩)

সোনালি গালের টোলে আজ হাসে
চৈত্রের মধুভাতি
হৃদয়ে তবুও রেখেছ ছড়ায়ে
মাঘের তুহিন রাতি।

তন্বী ! তুমিও বদলিয়ে' যাবে
আসন্ন এক দিন,
মাঘের শ্মশান গালে হবে আর
হৃদয় চৈত্রে লীন।

(৪)

হেনেছে তারা অনেক জ্বালা
দীর্ঘকাল ধরে'
কেউ বা তারা ভালোবাসায়
কেউ বা ঘৃণা করে'।

পানআহার, দিন আমার
সে কোন্ বিষে ভরে'
কেউ বা দিলে ভালোবাসায়
কেউ বা ঘৃণা করে'।

সবার বেশি ব্যথা যে দিলে
সবার বেশি বিষে
সেই আমাকে করে নি ঘৃণা,
ভালোও বাসে নি সে।

(৫)

পুরানো স্বপ্ন আরবার কথা বলে :
চৈতালী রাতে যৌবন জ্যোৎস্নায়
আমরা দুজনে লিন্‌ডেন-তরুতলে,
অমর প্রেমের শপথে বাতাস ছায়।

বারে বারে দোঁহে প্রেমের অঙ্গীকারে
প্রণয়কূজন হাসি চুম্বন আর
শপথ আমার স্মরণীয় করিবারে
আমার বাহুতে জানালে দাঁতের ধার

প্রেয়সী ! তোমার নয়নে নিথর হ্রদ,
দন্তের শ্বেত মুখের মুকুতা-সার!
দৃশ্যপটের যোগ্য বটে শপথ,
দংশনটাই ছিল নাকো দরকার।

(৬)

রুপালি চাঁদ ওঠে নীল আকাশে,
সাগরে তার দীপাবলী জ্বালে।
প্রিয়াকে টেনে ধরি হিয়ার পাশে,
দোঁহার হিয়া গায় করতালে।

রূপসী বাঁধে দুই বাহুর পাশে
একেলা আছি বালুতীরে বসে' :
"বাতাসে শোনো কেন কি কথা ভাসে
তুষার হাত কেন পড়ে খসে ?"

"বাতাসে বাজে না ও গুঞ্জরণ
সাগরকন্যারা ও মৃদু গায়,
ওরা সব যে গো আমারই বোন
সাগরে কবে তারা ডুবেছে হায়!"

(৭)

দূর উত্তরে রিক্ত শিখরে
বন ঝাউ একা, নয়ন তার
নিদ্রা-আতুল, তাকে ঘিরে ঝরে
বায়ু-হাহাকারে গলা তুষার।

স্বপ্নে যে তার সোনালি উষার
সুদূর দেশের তমাল ডাকে,
দগ্ধমরুর দীপ্তিতে একা
মাথা কোটে, ব্যথা জানাবে কাকে!

সূচী